ক্যারিয়ার গাইডেন্স

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য হাতবই

TATA TRUSTS

Vikramshila

ক্যারিয়ার গাইডেন্স

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য হাতবই

TATA TRUSTS

Vikramshila

সূচিপত্র

ভূমিকা ১

উদ্দেশ্য ২

অধ্যায় ১ ৩

ইউনেস্কোর দৃষ্টিতে ক্যারিয়ার পরামর্শ ৪

ক্যারিয়ার তত্ত্ব ৫

প্রধান ক্যারিয়ার তত্ত্বসমূহ ৫

মাদ্রাসায় ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিচালনার পদ্ধতি ৭

ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি ও তথ্য সংগ্রহ ৭

ক্যারিয়ার পরামর্শ কার্যক্রম ৭

সমাজ ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ৮

ক্যারিয়ার পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৯

একজন ক্যারিয়ার গাইডের প্রয়োজনীয় দক্ষতা ৯

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কী? ১০

একজন ক্যারিয়ার গাইড হিসেবে পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ১০

ক্যারিয়ার বিকল্প ও ব্যক্তিগত পক্ষপাত ১১

নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সাফল্য ১১

সাফল্য ব্যক্তিগত পরিচয়ের উর্ধ্বে ১২

অধ্যায় ২ ১৩

ক্যারিয়ার কী বুঝতে পারা ১৪

কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ার কী? ১৪

কার্যকলাপ ২ : আমার স্বপ্নের জীবিকা ১৫

কার্যকলাপ ৩ : পেশা, ব্যাবসা এবং চাকরির মধ্যে পার্থক্য ১৬

অধ্যায় ৩ ১৭

কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি ১৮

কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৪টি মূল বিষয় ১৮

কার্যকলাপ ২ : কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনি ২১

অধ্যায় ৪ ২৩
সাইকোমেট্রিক টেস্ট ২৪
প্রবণতা ও ক্ষমতা/ সক্ষমতা পরীক্ষা (এ্যাপটিচুড এবিলিটি টেস্ট) ২৪
কার্যক্রম ১ : RIASEC টেস্ট ২৪
কার্যক্রম ২ : RIASEC টেস্ট বিশ্লেষণ ২৭

অধ্যায় ৫ ৩২
সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া ৩৩
কার্যক্রম ১ : বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ৩৩
কার্যক্রম ২ : হবি সম্পর্কিত কয়েকটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা ৩৬
কার্যক্রম ৩ : ‘‘আমার পছন্দ, আমার ক্যারিয়ার’’ ৪০

অধ্যায় ৬ ৪১
ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান ৪২
কার্যক্রম ১ : আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা ৪২
কার্যক্রম ২ : ‘‘আমার ক্যারিয়ার, আমার কর্মজীবন’’ ৪২
কার্যক্রম ৩ : ক্যারিয়ার অনুসন্ধান ও শ্রেণিকক্ষ উপস্থাপনা ৪৩
কার্যক্রম ৪ : ক্যারিয়ার কার্ড পরীক্ষা করা ৪৫

অধ্যায় ৭ ৪৭
মাদ্রাসায় পরিচালিত কার্যক্রম ৪৮
ক. ক্যারিয়ার ক্লাব ৪৮
খ. ক্যারিয়ার হাব ৪৯
গ. ক্যারিয়ার মেলা পরিকল্পনা ৫০
ঘ. শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের বৈঠক ৫১

অধ্যায় ৮ ৫৩
আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ৫৪
১. ছাত্রছাত্রীর পারিবারিক পটভূমি ৫৪
২. আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ৫৪
৩. নিজের পরিচয় দেওয়া ৫৬
৪. বায়োডাটা লেখা ৫৬
৫. নিজের ক্যারিয়ার যাত্রার বন্ধু, জার্নাল/ডায়েরি লেখা ৫৯

ভূমিকা

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে ক্যারিয়ার গাইডেন্স ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অপরিহার্য বিষয় হয়ে উঠেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে টিকে থাকতে হলে শুধু পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান অর্জন করাই যথেষ্ট নয়; বরং ভবিষ্যতের কর্মজীবন ও পেশাগত লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সঠিক দিক্‌নির্দেশনা পেলে একজন ছাত্রছাত্রী তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাকে সুসংগঠিত করতে পারে এবং নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নিতে সক্ষম হয়।

বিশেষ করে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিষয় নির্বাচন এবং পেশাগত লক্ষ্যের প্রতি সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই সময়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতের উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই তিনটি শ্রেণিকে ক্যারিয়ার গাইডেন্সের জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত করা হয়েছে, যাতে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সাধারণ শিক্ষা ও ক্যারিয়ার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারে।

একজন ছাত্রছাত্রীর স্বপ্ন ও দক্ষতাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে শিক্ষকদের ভূমিকা অপরিসীম। শিক্ষকরা শুধু পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন; বরং ছাত্রছাত্রীদের সম্ভাবনার প্রতি আস্থা রেখে তাদের সঠিক দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন এবং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে সহায়তা করেন। ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাস গঠনে, মেধার বিকাশে ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ভবিষ্যতেও তাঁরা এই দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

এই হাতবইটি মূলত ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেশনের সহায়ক উপকরণ হিসেবে প্রণীত হয়েছে। এটি ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব আগ্রহ, দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে, যাতে তারা উপযুক্ত ক্যারিয়ার পথ নির্ধারণ করতে পারে। পাশাপাশি, এটি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের জন্যও একটি কার্যকর নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে, যাতে তারা ছাত্রছাত্রীদের ও সন্তানদের সঠিক দিক্‌নির্দেশনা দিতে সক্ষম হন।

আমরা আশা করি, এই হাতবইটি ছাত্রছাত্রীদের সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচনে দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যেতে এটি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হাতিয়ার হিসেবে সমাদৃত হবে।

উদ্দেশ্য

ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রামটি এমনভাবে পরিকল্পিত, যাতে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের আলোচনা ও তথ্যের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধি করা যায়। এর মাধ্যমে তারা ভবিষ্যতে উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। একজন অভিজ্ঞ ক্যারিয়ার গাইড ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও লক্ষ্য বিবেচনা করে তাদের জন্য উপযুক্ত ক্যারিয়ার নির্ধারণে সহায়তা করেন।

এই কর্মসূচিটি শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, অভিভাবকদের জন্যও কার্যকর। অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সন্তানের আগ্রহ ও দক্ষতা সম্পর্কে অবগত করা হয় এবং প্রয়োজনে ক্যারিয়ার সংক্রান্ত মতপার্থক্য দূর করার প্রচেষ্টা করা হয়। আধুনিক কর্মক্ষেত্রের পরিবর্তনশীল চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই কর্মসূচি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

প্রয়োগ পদ্ধতি :

মাদ্রাসায় এই কর্মসূচি কার্যকর করতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অপরিহার্য। তাঁরা :

- ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পরামর্শ প্রদান করবেন।
- তাদের আগ্রহ ও দক্ষতা অনুযায়ী ক্যারিয়ারের পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবেন।
- মাদ্রাসায় ‘ক্যারিয়ার ক্লাব’ গঠন করবেন, যেখানে পাক্ষিক বা মাসিক ভিত্তিতে ক্যারিয়ার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকা ‘ক্যারিয়ার হাব’ প্রতিষ্ঠা করবেন, যা ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল ও আগ্রহ বাড়াবে।
- এই ক্যারিয়ার হাবে বর্তমান চাকরির বাজার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংরক্ষণ করবেন।
- অভিভাবকদের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করবেন, যাতে তাঁরা সন্তানের ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহযোগিতা করতে পারেন।

উপকরণ :

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর করতে নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহ করা হবে —

- UNICEF-এর তৈরি ৫০০টি ক্যারিয়ার কার্ড, যা অনলাইন ও অফলাইনে উপলব্ধ।
- শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স হাতবই, যেখানে ধাপে ধাপে কার্যপ্রণালী বর্ণনা করা থাকবে।
- ছাত্রছাত্রীদের জন্য ক্যারিয়ার গাইডেন্স কর্মপুস্তিকা, যেখানে তারা তাদের ভাবনা ও অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে পারবে।
- সাইকোমেট্রিক টেস্ট, যেমন ‘RIASEC’, যা ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা ও আগ্রহ নির্ধারণে সহায়ক হবে।

ক্যারিয়ার হাবের কার্যকলাপ

মাদ্রাসায় ক্যারিয়ার হাব শুরু হওয়ার পর নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালিত হবে :

- প্রচলিত, উদীয়মান ও কারিগরি জীবিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা।
- প্রতি সপ্তাহে মাদ্রাসার প্রার্থনাসভায় নির্দিষ্ট একটি ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা।
- ক্যারিয়ার সংক্রান্ত পোস্টার, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন এবং ক্যারিয়ার নির্বাচনের নির্দেশিকা সংযুক্ত করে একটি তথ্যসমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরি।
- ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ।
- ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য ক্যারিয়ার-বিষয়ক ‘ওয়েবিনার’ আয়োজন।
- অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকা মিটিং-এর মাধ্যমে অভিভাবকদের সচেতন করা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- বার্ষিক ক্যারিয়ার মেলা আয়োজন করা, যেখানে থাকবে —
  - কুইজ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা
  - পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা
  - ক্যারিয়ার সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন
  - বিভিন্ন সংস্থা ও নিয়োগকর্তাদের সাথে সরাসরি মতবিনিময়ের সুযোগ

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীরা আত্মবিশ্বাসী হয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারবে এবং আধুনিক চাকরির বাজারের চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হবে।

অধ্যায় ১

ইউনেস্কোর দৃষ্টিতে ক্যারিয়ার বিষয়ক পরামর্শ

ইউনেস্কোর দৃষ্টিতে ক্যারিয়ার বিষয়ক পরামর্শ

- ক্যারিয়ার পরামর্শ হল এমন একটি পরিকল্পনা, যা বিভিন্ন বয়সের মানুষকে তাদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা এবং শিক্ষাগত, প্রশিক্ষণমূলক ও ক্যারিয়ার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
- এটি ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ, যোগ্যতা, দক্ষতা ও প্রতিভা সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে এবং সম্ভাব্য কর্মজীবনের পথ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেয়।
- সকল ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সদস্যরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সমানভাবে সক্ষম নয়। এই পার্থক্য ও অসমতা দূর করাই ক্যারিয়ার গাইডেন্সের প্রধান ভূমিকা।
- এর মূল লক্ষ্য হল আমাদের ক্যারিয়ার পরিচালনার দক্ষতা বৃদ্ধি করা, যা 'ক্যারিয়ার ম্যানেজমেন্ট স্কিল' নামে পরিচিত।
- এটি মানুষের কর্মসংস্থান, উচ্চশিক্ষার সুযোগ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সংযোগ স্থাপন করে, অর্থাৎ ক্যারিয়ার গাইডেন্স শিক্ষামূলক কার্যক্রমেরই একটি অংশ।

আমার ক্যারিয়ার

আমাদের শিক্ষক/শিক্ষিকা হয়ে ওঠার নানান কারণ আছে

শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, এটি একটি দায়িত্ব, একটি আদর্শ, একটি মূল্যবোধের প্রতীক। অনেকেই শিক্ষক হতে চান সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য, কারও লক্ষ্য থাকে ভবিষৎ প্রজন্মকে গড়ে তোলা। কেউ হয়তো নিজের প্রিয় বিষয়ের প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকে শিক্ষা দিতে চান, আবার কেউ চান শিক্ষা দিয়ে মানুষের জীবনে আলো জ্বালাতে। শিক্ষক হয়ে ওঠার পেছনে থাকে আমাদের ব্যক্তিগত আগ্রহ, মূল্যবোধ, অভিজ্ঞতা ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা।

আমাদের ক্যারিয়ার শুধু চাকরি নয়, এটি একটি মহান পেশা

ক্যারিয়ার বলতে শুধু মাস শেষে বেতন পাওয়ার একটি উপায় বোঝায় না। এটি হল আমাদের জ্ঞান, দক্ষতা, আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি জীবনভিত্তিক যাত্রা। শিক্ষকতা যেমন একটি মহান পেশা, তেমনি এটি আমাদের আত্মতৃপ্তি, সামাজিক স্বীকৃতি ও ব্যক্তিগত বিকাশের সুযোগ দেয়। একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রতিদিনই নতুন কিছু শেখেন এবং শেখান। এই ধারাবাহিক পথচলা শুধু জীবিকার জন্য নয়, বরং এটি এক ধরনের গৌরবময় দায়িত্ব, যা একজন মানুষকে সমাজে আলাদা মর্যাদায় আসীন করে।

আমরা শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে কেন এই পেশা বেছে নিয়েছি। নীচে মানস-মানচিত্রে তা লিখি :

ক্যারিয়ার তত্ত্ব

সময়ের সাথে সাথে ক্যারিয়ার ভাবনার পরিবর্তন ও পরামর্শের গুরুত্ব :

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবনাও বদলেছে। একসময় কর্মজীবন সীমাবদ্ধ ছিল চিকিৎসক, প্রকৌশলী, শিক্ষক বা সরকারি চাকরির মতো নির্দিষ্ট কিছু ক্যারিয়ারের মধ্যে, কিন্তু বর্তমানে তা অনেক বিস্তৃত ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে। প্রযুক্তির অগ্রগতি ও ডিজিটাল বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন ক্যারিয়ারের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন ডেটা সায়েন্স, ডিজিটাল মার্কেটিং, এআই ডেভেলপমেন্ট, ফ্রিল্যান্সিং ও স্টার্টআপ কালচার। ডিগ্রির পাশাপাশি স্কিল-ভিত্তিক কাজের চাহিদা বেড়েছে এবং অনলাইন কোর্স ও সার্টিফিকেশনের মাধ্যমে মানুষ নতুন ক্যারিয়ার তৈরি করছে। ফ্রিল্যান্সিং, রিমোট ও হাইব্রিড কাজের সুযোগ কর্মজীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। ফলে দক্ষ ক্যারিয়ার পরামর্শকের গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে, যারা ছাত্রছাত্রী ও চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সঠিক দিক্‌নির্দেশনা দিচ্ছেন, কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকার কৌশল শেখাচ্ছেন এবং ট্রেন্ড ও বর্তমান চাহিদা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে সাহায্য করছেন। ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবনার পরিবর্তন শুধুমাত্র সময়ের সাথে আসে না; এটি ব্যক্তি, সমাজ ও অর্থনীতির পরিবর্তনের ওপরও নির্ভর করে। সঠিক পরামর্শ ও কাউন্সেলিং একজন ব্যক্তির কর্মজীবনকে আরও সফল ও কার্যকর করে তুলতে পারে।

ক্যারিয়ার পরামর্শ পদ্ধতি : বিশ্ব ক্যাফে পদ্ধতি

- ক্যারিয়ার পরামর্শ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না।
- ক্যারিয়ার কাউন্সেলরের ভূমিকা :
    - ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, মূল্যবোধ, আগ্রহ ও দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন করা।
    - তাদের উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নিতে সহায়তা করা।
- সফল ক্যারিয়ারের জন্য এমন ক্যারিয়ার নির্বাচন করা জরুরি, যা ছাত্রছাত্রীর আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।
- অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সমর্থন ক্যারিয়ার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ছাত্রছাত্রীদের খোলামেলা আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ প্রদান করে।
- বিভিন্ন ক্যারিয়ারের বিকল্প সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি করে।
- ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।
- ক্যারিয়ার কাউন্সেলরদের নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ পরামর্শ প্রদান করা উচিত, যাতে ছাত্রছাত্রীরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সফল হতে পারে।

প্রধান ক্যারিয়ার তত্ত্বসমূহ

১. কর্মজীবনের মনোবিজ্ঞান (ডেভিড এল ব্লুস্টিন)

- কাজ আমাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং এটি জীবনের কাঠামো তৈরি করে।
- কর্মক্ষেত্রে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা ব্যক্তি ও সংস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে।
- একজন ব্যক্তি তার কর্মজীবনের মাধ্যমে স্বনির্ভর হয়ে ওঠেন। ।

২. বৈশিষ্ট্য ও উপাদান তত্ত্ব (ফ্রাঙ্ক পার্সনস)

- মানুষ তখনই সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রদর্শন করে, যখন তাদের যোগ্যতা ও কাজের চাহিদার মধ্যে মিল থাকে।
- বিভিন্ন কাজের জন্য নির্দিষ্ট প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্যের মূল্যায়ন করা সম্ভব।
- কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত নিতে ব্যক্তির দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, যোগ্যতা এবং চাকরির বাজার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি।

৩. ব্যক্তি-পরিবেশ উপযোগ তত্ত্ব (জন হল্যান্ড)

- মানুষ এমন চাকরি পছন্দ করে যেখানে তাদের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করতে পারে।
- কর্মজীবনে পরিবেশ ও ব্যক্তির সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

হল্যান্ডের ক্যারিয়ার শ্রেণিবিভাগ:

৪. ক্যারিয়ার বিকাশ তত্ত্ব (ডোনাল্ড সুপার)

- ক্যারিয়ারে সফল হওয়া নির্ভর করে আমাদের আত্ম-সচেনতার ওপর। এই পরিকল্পনা সারা জীবন হতে পারে, ও সময়ের সাথে পরিবর্তন হতে পারে।

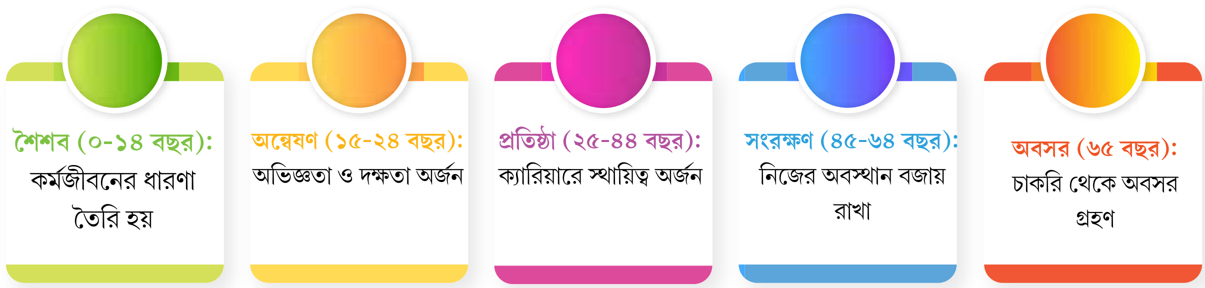

ক্যারিয়ার বিকাশের পাঁচটি ধাপ:

৫. সামাজিক সংবেদনশীল তত্ত্ব (১৯৮০)

- ছাত্রছাত্রীরা প্রাথমিক পর্যায়ে একাডেমিক ও ক্যারিয়ার সম্পর্কিত আগ্রহ গড়ে তোলে।
- অনুশীলন এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্য কর্মজীবনে সাফল্য নির্ধারণ করে।

৬. অভিভাবকের প্রভাব (হোল্ডেন)

- অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ক্যারিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।
- অধিকাংশ অভিভাবক শিক্ষার ওপর বেশি গুরুত্ব দেন, কিন্তু সন্তানের শখ ও সৃজনশীল দিকগুলোতে কম মনোযোগ দেন।
- সন্তানের শিক্ষা ও ব্যক্তিগত আগ্রহের মধ্যে অভিভাবকদের উচিত একটি ভারসাম্য রক্ষা করা।

এই ক্যারিয়ার তত্ত্বগুলো ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার নির্বাচনে সহায়তা করবে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিক্‌নির্দেশনা দেবে।

মাদ্রাসায় ক্যারিয়ার গাইডেন্স পরিচালনার পদ্ধতি

ক্যারিয়ার গাইডেন্সের প্রথম ধাপ হল ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে জানা। যেহেতু শ্রেণির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনেক, তাই এমন একটি কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হবে।

ক্যারিয়ার গাইডেন্সের পূর্বে একজন ছাত্রছাত্রীর সম্পর্কে জানা খুবই জরুরি। তার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নীচের প্রশ্নগুলো করা যেতে পারে। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে নীচে দেওয়া প্রশ্নপত্র দেওয়া হবে। তারা তাদের ডান পাশে বসা সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করবে এবং একে অপরের প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহ করে আলোচনা করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সংগৃহীত তথ্য শেয়ার করতে বলবেন, কিছু নমুনা উত্তর শুনবেন এবং শেষে সমস্ত ফর্ম সংগ্রহ করবেন। এটি ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বিশদ তথ্য সংগ্রহের একটি কার্যকর পদ্ধতি।

ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি ও তথ্য সংগ্রহ

ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য নীচের প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দেবেন —

- তোমার নাম কী?
- তোমার শ্রেণি ও বিভাগ কী?
- তুমি কোথা থেকে এসেছ?
- তোমার পরিবারে কয়জন সদস্য আছেন এবং তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?
- তোমার বাবা-মা কী করেন?
- তোমার প্রিয় বিষয় কোন্‌টি?
- তুমি কি কোনো বিশেষ বিষয়ে আগ্রহী? কীসের প্রতি আগ্রহী ?
- এমন কিছু আছে কি যা তুমি করতে পছন্দ করো না?
- তুমি কি ভবিষ্যতে কোনো নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার নিয়ে ভেবেছ? কেন এটি বেছে নিয়েছ?
- তোমার কি এমন কোনো চারিত্রিক গুণ আছে যা তুমি নিজের শক্তি বলে মনে করো?
- তুমি কীসে ভয় পাও?
- তুমি কেন কাজ করতে চাও; অর্থের জন্য, খ্যাতির জন্য, নাকি সমাজে অবদান রাখার জন্য?

এই প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পটভূমি, আগ্রহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে, যা তাদের জন্য কার্যকর ক্যারিয়ার গাইডেন্স দিতে করতে সাহায্য করবে। একজন ক্যারিয়ার কাউন্সেলার হিসেবে সংবেদনশীল, পক্ষপাতহীন ও মুক্তমনা থাকুন। ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করুন এবং তাদের অন্তত দুটি ক্যারিয়ার বিকল্প নিয়ে ভাবতে উৎসাহিত করুন।

ক্যারিয়ার পরামর্শ কার্যক্রম

একবিংশ শতক তথ্যপ্রযুক্তি ও গ্লোবালাইজেশনের যুগ। এই সময়ে কর্মজীবন অনেক বেশি জটিল ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নতুন নতুন কাজের আবির্ভাব ও পুরানো কাজের বিলুপ্তি মানুষকে দ্বিধায় ফেলে দিচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রী ও কর্মজীবীদের জন্য সঠিক দিক্‌নির্দেশনা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে ক্যারিয়ার গাইডেন্স কার্যক্রম অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

সমাজ ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

বর্তমান সমাজের চাহিদা ও ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর চাকরির কথা জানে। তবে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে, যেমন :

- পরিষেবা খাত : ব্যাংকিং, পর্যটন, হোটেল ব্যবস্থাপনা
- মিডিয়া ও বিনোদন : সাংবাদিকতা, চলচ্চিত্র নির্মাণ, বিজ্ঞাপন

- তথ্যপ্রযুক্তি : সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, সাইবার সিকিউরিটি
- স্বাস্থ্যসেবা ও চিকিৎসা গবেষণা
- পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

পরিবর্তমান পৃথিবীতে কাজের ধরন ও ক্যারিয়ার সংক্রান্ত ধারণা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের প্রসার এবং মানুষের চাহিদার পরিবর্তনের ফলে কর্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য বেড়েছে। আজকাল শুধু ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক বা সরকারি চাকরি নয়, এর বাইরেও নানা ধরনের আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, আইপিএল (Indian Premier League) একটি স্পোর্ট্স হলেও এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে অসংখ্য নতুন ধরনের কাজ।

আইপিএল পরিচালনায় মাঠের খেলোয়াড়দের বাইরেও দরকার হয় ইভেন্ট ম্যানেজার, ব্রডকাস্টিং টেকনিশিয়ান, স্পোর্টস জার্নালিস্ট, ক্যামেরা পারসন, গ্রাফিক ডিজাইনার, ডেটা অ্যানালিস্ট, সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট, মার্কেটিং স্পেশালিস্ট, ব্র্যান্ড ম্যানেজার, স্টেডিয়াম লজিস্টিক স্টাফ, হসপিটালিটি ম্যানেজার প্রমুখ। অর্থাৎ একটি ক্রীড়া ইভেন্ট বহু কাজের সুযোগ তৈরি করে; যা হয়তো আগে মানুষ কল্পনাও করত না।

এই ধরনের কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে হলে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন আধুনিক দক্ষতা ও সৃজনশীল চিন্তা। ফলে ক্যারিয়ার গাইডেন্স কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারে তাদের আগ্রহ ও দক্ষতার ভিত্তিতে তারা কোন্ কোন্ নতুন ক্ষেত্রকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিতে পারে। এর ফলে শুধু চাকরি পাওয়াই নয়, বরং আগ্রহের জায়গায় গড়ে উঠতে পারে সফল কর্মজীবন।

ক্যারিয়ার তৈরি করা একজন ব্যক্তির জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ?

দৈনন্দিন প্রয়োজন

স্থির আয় এবং প্রয়োজনীয় জিনিসের মতো মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূর্ণ করা।

সুরক্ষার প্রয়োজন

নিজের ক্যারিয়ারে নিরাপত্তা পেতে চাকরির সুরক্ষা এবং আর্থিক স্থিরতা খোঁজা।

সামাজিক প্রয়োজন

এমন একটি ক্যারিয়ার খোঁজা যা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সাথে মেলে এবং ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করে।

স্বীকৃতির প্রয়োজন

দক্ষতা ব্যবহার করে স্বীকৃতি পাওয়া এবং ক্যারিয়ারে ভালো পরিচয় গড়ে তোলা।

আত্মসম্মান

এমন একটি ক্যারিয়ার তৈরি করা যা ব্যক্তিগত উন্নতি, সন্তুষ্টি এবং কারো পূর্ণ ক্ষমতা অর্জনে সহায়ক হয়।

ক্যারিয়ার পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ক্যারিয়ার পরিকল্পনা একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যেখানে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা যেতে পারে :

ক্যারিয়ার পরিকল্পনার প্রধান চ্যালেঞ্জ :

নিজেদের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতা : অনেক ছাত্রছাত্রীর নিজের সক্ষমতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে না, যা সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচনকে কঠিন করে তোলে।

সঠিক দিক্‌নির্দেশনার অভাব : ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা অনেক সময় পরিবর্তনশীল চাকরির বাজার সম্পর্কে অজ্ঞ থাকেন, ফলে তারা প্রচলিত কিছু পেশার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

দক্ষতা বিকাশের সুযোগের অভাব : শুধু একাডেমিক জ্ঞান নয়, বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ভোকেশনাল ট্রেনিং ও ইন্টার্নশিপের অভাব : প্রায়ই ছাত্রছাত্রীদের হাতেকলমে শেখার সুযোগ কম থাকে, যা তাদের বাস্তব কাজের জন্য প্রস্তুত হতে বাধা দেয়।

সঠিক তথ্য ও নির্দেশনার অভাব : ক্যারিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শ যথাযথভাবে না পাওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীরা অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়।

সমাধানের উপায়:

সচেতনতা বৃদ্ধি : ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আগ্রহ ও দক্ষতা সম্পর্কে জানাতে সহায়তা করা।

দক্ষতার বিকাশ : বিভিন্ন কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও কর্মমুখী কোর্সের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ করে তোলা।

ইন্টার্নশিপ ও ভোকেশনাল ট্রেনিং : হাতেকলমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে ছাত্রছাত্রীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

নতুন কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে জানা : প্রচলিত চাকরির বাইরে বিভিন্ন উদীয়মান ক্যারিয়ার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া।

সঠিক দিক্‌নির্দেশনা ও দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনার চ্যালেঞ্জগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্য আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

একজন ক্যারিয়ার গাইডের প্রয়োজনীয় দক্ষতা

একজন কার্যকরী ক্যারিয়ার গাইড হতে হলে কিছু বিশেষ গুণ ও দক্ষতা অর্জন করা জরুরি। ছাত্রছাত্রীদের জন্য যথাযথ দিক্‌নির্দেশনা দিতে হলে ক্যারিয়ার গাইডকে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং নির্দিষ্ট কিছু নীতি অনুসরণ করতে হবে।

ক্যারিয়ার গাইডের প্রধান যোগ্যতা

১. যোগাযোগ দক্ষতা : ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মতবিনিময় করা এবং সহজ ভাষায় জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা।

২. তথ্য ও প্রস্তুতি : ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ, দক্ষতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করা এবং যথাযথ পরামর্শ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা।

৩. নিরপেক্ষতা ও সমানুভূতি : সব ছাত্রছাত্রীকে সমান গুরুত্ব দেওয়া, তাদের অনুভূতি বোঝা এবং কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব না করা।

৪. ধৈর্য ও মনোযোগ : ছাত্রছাত্রীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা, বোঝা এবং তাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া।

৫. সাহস ও উদ্দীপনা: ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করা এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে উৎসাহিত করা।

৬. সমসাময়িক তথ্য সম্পর্কে অবগত থাকা : পরিবর্তনশীল চাকরির বাজার ও নতুন পেশার সুযোগ সম্পর্কে আপডেট থাকা এবং ছাত্রছাত্রীদের সে বিষয়ে জানানো।

৭. নিরপেক্ষ মনোভাব : অহেতুক সমালোচনা না করা এবং ছাত্রছাত্রীদের পছন্দ ও সিদ্ধান্তকে সম্মান করা।

৮. আত্মবিশ্বাস : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখা এবং দৃঢ়তার সঙ্গে পরামর্শ প্রদান করা।

৯. উদার ও মুক্ত চিন্তাধারা : ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন ও পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে খোলা মন নিয়ে পরামর্শ দেওয়া।

১০. সৃজনশীল ও ইতিবাচক মনোভাব : সমস্যার সমাধানে নতুন ও কার্যকর উপায় বের করা এবং ছাত্রছাত্রীদের জন্য সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া।

১১. সঠিক পরামর্শ দেওয়ার সাহস : ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পরামর্শ দেওয়া।

১২. মনোযোগ সহকারে শোনা : ছাত্রছাত্রীদের কথা গুরুত্বসহকারে শোনা এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও চাহিদা বোঝা।

১৩. সমস্যা সমাধানের দক্ষতা : ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার-সংক্রান্ত যে-কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজতে সাহায্য করা।

১৪. ভালো সম্পর্ক ও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি : ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আস্থা তৈরি করা, যাতে তারা সহজে পরামর্শ নিতে পারে।

১৫. গোপনীয়তা রক্ষা : ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা এবং তাদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা।

একজন দক্ষ ক্যারিয়ার গাইড কেবল পরামর্শদাতা নন, বরং একজন পথপ্রদর্শক, যিনি ছাত্রছাত্রীদের সম্ভাবনাকে বিকশিত করতে সাহায্য করেন।

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কী?

ছাত্রছাত্রীদের সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচনের পথ দেখানোর জন্য পরামর্শ প্রদানই হল ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং। আজকের দুনিয়ায় অনেকরকম জীবিকা রয়েছে। ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং কাউকে একটি উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নিতে, কোনো একটি ক্যারিয়ারে উন্নতি করতে এবং প্রয়োজনে ক্যারিয়ারে পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে।

ক্যারিয়ার গাইডেন্সের ধাপগুলি হল :

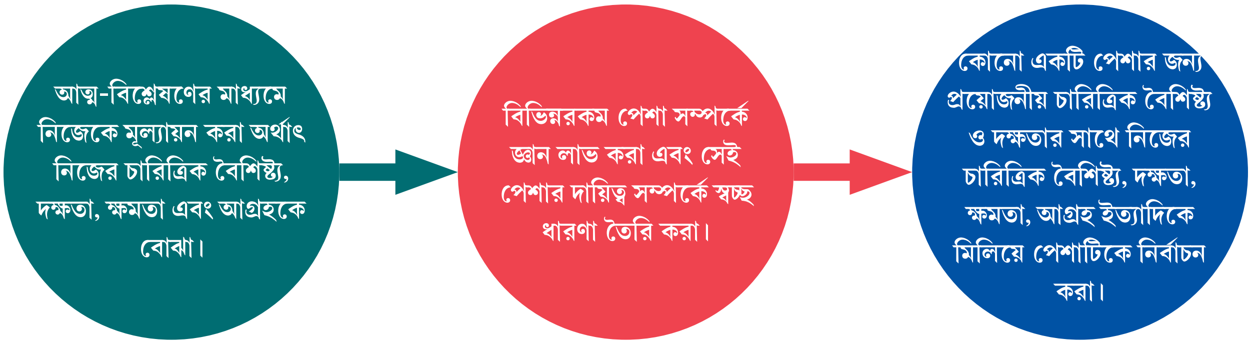

এইভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে উপযুক্ত ক্যারিয়ার গড়ে তোলার জন্য একটি পরিকল্পনা করা। সর্বোপরি, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ছাত্রছাত্রীদের সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিতভাবে ক্যারিয়ার নির্বাচনে সাহায্য করে এবং তাদের আত্মবিকাশের পথ দেখায় যাতে তাদের পছন্দের ক্যারিয়ারে সর্বাধিক সাফল্য পায়।

একজন ক্যারিয়ার গাইড হিসেবে পরিস্থিতি বিচার করে সিদ্ধান্ত নিই

নীচে কয়েকটি পরিস্থিতি দেওয়া হল। একজন ক্যারিয়ার গাইড হিসেবে আপনি এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। নীচে দেওয়া বিভিন্ন বিকল্প থেকে প্রতিটি পরিস্থিতির জন্য সঠিক প্রতিক্রিয়া চিহ্নিত করুন।

পরিস্থিতি : ক

ধ্রুব ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। আপনি তার পূর্বের মার্কশিট ও অন্যান্য নথি পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারছেন যে, তার বিজ্ঞান ও গণিতে বিশেষ দক্ষতা নেই। তবে, তার আঁকার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে।

পরিস্থিতি : খ

ক্যারিয়ার গাইড হিসেবে আপনি যার সাথে কাজ করছেন, সেই বরুণ, গায়ক হতে চায় এবং শুধুমাত্র সংগীতের দিকেই তার সম্পূর্ণ আগ্রহ। সে অন্য কোনো বিকল্প গ্রহণ করতে রাজি নয়।

পরিস্থিতি : গ

সুবর্ণা সংবাদ পাঠক হতে চায়। সে মাদ্রাসার বিতর্ক প্রতিযোগিতা, অ্যাসেম্বলিতে ঘোষণা ও নাটকে অংশগ্রহণ করে। তবে তার পরিবার কিছুটা রক্ষণশীল। আপনি নিশ্চিত যে সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে সে তার স্বপ্নের ক্যারিয়ার অর্জন করতে পারবে। এখন কীভাবে তাকে সাহায্য করবেন?

পরিস্থিতি অনুযায়ী পরামর্শগুলি পড়ি এবং ঠিক (√)/ ভুল (x) চিহ্নিত করি :

	পরামর্শ	পরিস্থিতি- ক	পরিস্থিতি- খ	পরিস্থিতি- গ
১	ছাত্রের স্বপ্নের বিষয়ে তাকে নিরুৎসাহিত করা এবং বলা যে এই কোর্স অনেক ব্যয়বহুল, তাই সে অন্য ক্যারিয়ার নিয়ে ভাবুক।			
২	ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। কারণ, সে শুনেছে এটি একটি ভালো ক্যারিয়ার। তবে, সে জানে না যে এই ক্যারিয়ারের জন্য কী কী দক্ষতা দরকার। একজন গাইড হিসেবে, তাকে তার অন্যান্য গুণাবলি সম্পর্কে সচেতন করা যা তার জন্য আরও উপযুক্ত হতে পারে। ধীরে ধীরে তার আঁকার দক্ষতার কথা তুলে ধরা এবং বিজ্ঞাপন, গ্রাফিক ডিজাইন এবং অন্যান্য সৃজনশীল ক্ষেত্র সম্পর্কে জানার জন্য উৎসাহিত করা। তাকে বলবেন যে সে এসব সম্পর্কে গবেষণা করতে পরবর্তী সেশনে আলোচনা করতে পারে।			
৩	ছাত্রকে রাগান্বিতভাবে বলা যে তার পক্ষে এই কঠিন পথ চলা সম্ভব নয় এবং গাইড তাকে সাহায্য করতে পারবেন না।			
৪	সরাসরি বলা যে সে কখনও ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না এবং তার সময় নষ্ট হচ্ছে।			
৫	ছাত্রীকে বোঝাবেন যে তাকে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়াশোনা করতে হবে। তাকে ক্যারিয়ার সম্পর্কিত গবেষণা করতে উৎসাহিত করবেন এবং বোর্ড পরীক্ষার পাশাপাশি স্কলারশিপ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলবেন। পরবর্তী সেশনে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানাবেন যাতে সবাই মিলে একটি সমাধানে পৌঁছানো যায়।			
৬	যেহেতু সাফল্যের পথ দীর্ঘমেয়াদী, তাই ছাত্রকে তার প্রিয় বিষয় ললিতকলা বা সংগীতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নেওয়ার পরামর্শ দেবেন। পাশাপাশি, একটি নিরাপদ বিকল্প হিসেবে সংগীত শিক্ষকতার মতো ক্যারিয়ার নির্বাচন পরামর্শ দিন, যাতে সে তার স্বপ্নের দিকে ধাপে ধাপে এগোতে পারে।			

ক্যারিয়ার বিকল্প ও ব্যক্তিগত পক্ষপাত

আমাদের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবার, সমাজের প্রচলিত ধ্যানধারণা এবং আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলে, অনেক সময় অজান্তেই আমরা কিছু পক্ষপাত নিয়ে চলি, যা আমাদের ক্যারিয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

সাধারণ পক্ষপাতগুলোর মধ্যে রয়েছে :

লিঙ্গভেদ : কিছু কাজকে শুধুমাত্র পুরুষদের বা নারীদের জন্য উপযুক্ত বলে ধরা হয়।

জাতপাত : নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষদের নির্দিষ্ট কাজের সাথে যুক্ত করার প্রবণতা।

ভাষা : কিছু ভাষাভাষীদের নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের জন্য বেশি উপযুক্ত মনে করা।

ধর্ম : নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট কাজ বেছে নেওয়ার প্রচলন।

আমাদের বিশ্বাসগুলোর অনেকটাই আমাদের অভিজ্ঞতা ও সমাজ থেকে পাওয়া ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। কিন্তু এগুলো চূড়ান্ত সত্য নয়। অনেক যোগ্য মানুষ শুধুমাত্র সুযোগের অভাবে কাঙ্ক্ষিত পেশায় যেতে পারেন না।

নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সাফল্য

বর্তমানে শিক্ষা, সেনাবাহিনী, তথ্যপ্রযুক্তি, বিমানচালনা-সহ প্রায় সব ক্ষেত্রেই নারীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে, তাদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ তৈরি করে দেওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারি সহায়তা :

অনেক রাজ্য সরকার মেয়েদের স্নাতক স্তর পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করে, যাতে লিঙ্গভিত্তিক বাধা দূর করা যায়।

- ইলা ভট্ট SEWA (Self-Employed Women's Association) : সমাজসেবা ও মহিলা শ্রমজীবী উন্নয়ন লক্ষ লক্ষ মহিলাকে সংগঠিত করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছে।
- ফাল্গুনি নায়ার : Nykaa-এর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর ই-কমার্স ব্যাবসাকে বিলিয়ন-ডলারের ব্র্যান্ডে পরিণত করেছেন।

- কনিকা টেকরিওয়াল : ভারতের Jet Set Go-এর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি উড়োজাহাজ ক্যাটারিং সার্ভিসে বিপ্লব এনেছেন।
- মণজুলা কাঠিরিয়া : Mitticool-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিবেশবান্ধব ঘরোয়া পণ্য যেমন মাটির তৈরি ফ্রিজ, কুকার ইত্যাদি প্রস্তুতকারী যা গ্রামীণ এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে।
- স্নেহা সাঙ্গানেরিয়া : কলকাতার একজন সফল মহিলা উদ্যোগপতি, যিনি ফ্যাশন ও ডিজাইনিং ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছেন।

এভিয়েশন সেক্টরে ভারতে ১৫% পাইলট নারী, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। নারীরা তথাকথিত ধারণা ভেঙে এগিয়ে চলেছে। তাই অভিভাবকদেরও সচেতন করতে হবে, যাতে তারা কন্যাদের স্বনির্ভর হতে উৎসাহিত করেন এবং প্রচলিত ধ্যানধারণার বাইরে গিয়ে নতুন ক্যারিয়ার বিকল্প অন্বেষণ করেন।

সাফল্য ব্যক্তিগত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে

ভারতের বৃহৎ জুতোর ব্র্যান্ড : Bata, Catwalk, Sree Leathers

ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি : বিড়লা, আম্বানি, টাটা, মিত্তাল, নারায়ণ মূর্তি, কিরণ মজুমদার-শ, আদানি।

আমরা যখন এই ব্যাবসা বা ব্যক্তিদের কথা ভাবি, তখন কি আমরা তাঁদের জাত, লিঙ্গ বা ভাষার সাথে যুক্ত করি? না, আমরা তাঁদের সাফল্য ও অর্জনকে দেখি।

যাঁদের সংগ্রাম ও সফলতার কথা মনে রাখা উচিত :

- বাবু জগজীবন রাম
- মীরা কুমার
- বি.আর. আম্বেদকর
- দিলীপ কুমার
- মিলখা সিং
- অরুন্ধতী ভট্টাচার্য
- এ.পি.জে. আব্দুল কালাম
- কল্পনা চাওলা

তাঁদের কথা শুনলে আমরা তাঁদের সামাজিক অবস্থান নয়, বরং তাঁদের কঠোর পরিশ্রম ও সফলতার গল্পই স্মরণ করি।

আত্ম-মূল্যায়ন (Introspection)

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিজের মধ্যে ভাবুন এবং লিখুন :

- আপনি কি কখনও বুঝতে পেরেছেন যে আপনার নিজের কী কী বিষয়ে পক্ষপাত আছে?
- আপনি কি এই পক্ষপাত দূর করার জন্য কিছু করেছেন? একজন শিক্ষক হিসেবে, আপনি স্বাভাবিকভাবেই এটি করে থাকেন?
- আপনার ইতিবাচক মনোভাব কীভাবে আপনার ছাত্র, পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের উপর প্রভাব ফেলেছে?
- আপনি কি এমন কোনও উদাহরণ দিতে পারেন, যেখানে আপনি পক্ষপাতের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন?

সারসংক্ষেপ

- ক্যারিয়ার গঠনের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন করা সম্ভব।
- ছাত্রদের পছন্দ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ বা কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে ক্যারিয়ার গড়তে উৎসাহিত করা উচিত।
- সমাজ রাতারাতি পরিবর্তিত হয় না, তবে ধারাবাহিক আলোচনা, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা ধাপে ধাপে আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়তে পারি।

অধ্যায় ২

ক্যারিয়ার কী তা বুঝতে পারা?

ক্যারিয়ার কী তা বুঝতে পারা

ক্যারিয়ার অর্থ শুধু একটি চাকরি নয়, বরং এটি একজন ব্যক্তির পেশাগত জীবনযাত্রার ধারাবাহিক পথ। এটি শিক্ষা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও আগ্রহের সমন্বয়ে গঠিত একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। সঠিকভাবে ক্যারিয়ার বোঝা গেলে মানুষ নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণে সক্ষম হয়। এতে ব্যক্তি তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে পারে। তাই ক্যারিয়ার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী কার্যক্রমগুলো ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি কার্যকলাপ কীভাবে পরিচালনা করা হবে, তার প্রক্রিয়া এবং উদ্দেশ্য নীচে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাঁদের নিজস্ব সৃজনশীলতা, অভিজ্ঞতা এবং ভাবনার আলোকে এসব কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও পরিবর্তন আনতে পারবেন, যাতে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ আরও ফলপ্রসূ ও অর্থবহ হয়।

কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ার কী?

জীবনযাপন করার জন্য আমাদের সবাইকে কিছু না কিছু করতে হয়। কোনো জীবিকা বা পেশা গ্রহণের মাধ্যমে টাকা রোজগার করতে হয়। তা হতে পারে চাকরি, যেমন, সরকারি অথবা বেসরকারি দপ্তর, বিপিও ইত্যাদি; অথবা কোনো পেশা, যেমন ডাক্তারি, শিক্ষকতা, ওকালতি ইত্যাদি; অথবা স্বরোজগার বা ব্যাবসা, যেমন কোনো দোকান, কারখানা, এজেন্সি ইত্যাদি। একটি ক্যারিয়ার কিন্তু কেবল মাত্র একটি জীবিকা নয়, তার থেকে আরও বেশি কিছু। ক্যারিয়ার থেকে মানুষ রোজগার, আত্মতৃপ্তি, যশ/পরিচিতি সবই পেতে পারে।

একটি সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার জন্য আগে দরকার নিজের পছন্দ, আগ্রহ, ঝোঁক ইত্যাদি সম্বন্ধে জানা। তারপর নিজের সেই দক্ষতাগুলিকে বাড়িয়ে তোলা বা গড়ে তোলা যেগুলি পছন্দের ক্যারিয়ারটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

উদ্দেশ্য : এই কার্যকলাপের শেষে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের ক্যারিয়ার সম্পর্কে বুঝবে।

- বিভিন্ন ধরনের কাজ, ব্যাবসার তথ্য পাওয়া।
- বিভিন্ন ধরনের ব্যাবসার শ্রেণিবিন্যাসের ধারণা তৈরি করা।
- শ্রেণিবিন্যাসের কারণগুলো বুঝে নিজের জন্য ক্যারিয়ার নির্বাচনের ক্ষমতা তৈরি করা।

প্রক্রিয়া :

- শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রথমে ব্ল্যাকবোর্ডে জীবিকা/ক্যারিয়ার শব্দটি লিখবেন। এরপরে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্যে একটি মানস-মানচিত্র তৈরি করবেন। তাদের কয়েকটি জীবিকা বা পেশার নাম বলতে বলবেন। তিনি মানস-মানচিত্রের মধ্যে সেগুলো লিখবেন।
- প্রতি ছাত্রছাত্রী নিজের খাতায় এই মানস-মানচিত্র বানাবে।

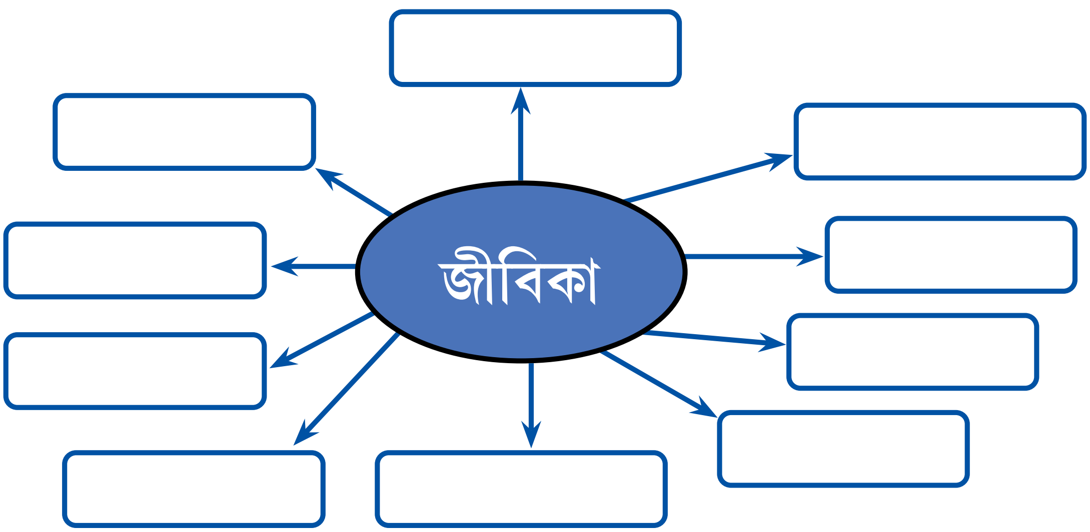

মানস-মানচিত্রে উল্লিখিত জীবিকাগুলি নীচে দেওয়া শ্রেণিতে ছাত্রছাত্রীরা ভাগ করবে :

জীবিকা	দক্ষ কর্মী	অদক্ষ কর্মী	উচ্চ শিক্ষা বা দীর্ঘ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন	ছোটো প্রশিক্ষণ বা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই	বেশি রোজগার	কম রোজগার

এই ভাগের ভিত্তিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বোঝাবেন ক্যারিয়ার সচেতন হওয়া কেন জরুরি।

কার্যকলাপ ২ : আমার স্বপ্নের কাজ

প্রক্রিয়া :

শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষে আলোচনা শুরু করবেন,

যেমন :

- "তোমরা বড়ো হয়ে কী হতে চাও?" "কোন্ চাকরিটা করতে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগবে? কেন?"
- এরপর বিভিন্ন ক্যারিয়ারের নাম (ডাক্তার, শিক্ষক, পুলিশ, ফুটবলার, ইউটিউবার, বিজ্ঞানী, উদ্যোক্তা ইত্যাদি) ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হবে।
- প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে তাদের নিজের স্বপ্নের কাজ নিয়ে ভাবতে বলা হবে। তারা কেন এই চাকরিটিকে স্বপ্নের চাকরি মনে করে, সেটি ভাবতে উৎসাহ দেওয়া হবে।
- ছাত্রছাত্রীরা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে একে অপরের স্বপ্নের চাকরি সম্পর্কে জানতে পারবে।

  তারা প্রশ্ন করতে পারে যেমন :
  - "তুমি কেন এই জীবিকাটি বেছে নিয়েছ"?
  - "এই কাজে কী করতে হয়"?
  - " তুমি কীভাবে এই কাজটি পাবে বলে ভাবছ"?
- আলোচনার শেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী তাদের নিজের "স্বপ্নের কর্মজীবন/জীবিকা" সম্পর্কে খাতায় লিখবে। লেখায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে :
  - পেশার নাম
  - কেন সেটি তাদের স্বপ্নের কর্মজীবন/জীবিকা
  - সেই চাকরিতে পৌঁছাতে তারা কী কী করবে
- ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা তাদের স্বপ্নের জীবিকা সম্পর্কে সকলের সামনে উপস্থাপন করতে পারে।

ছাত্রছাত্রীরা দলে অন্যের সঙ্গে কথা বলে জানবে তারা কী কাজ করার স্বপ্ন দেখে? সেই কাজের কোন্ দিকগুলি তাদের ভালো লাগে? এরপর খাতায় নিম্নরূপ ছক তৈরি করে তা পূরণ করবে। অন্তত পাঁচজন বন্ধুর থেকে এই তথ্য গ্রহণ করবে।

অন্যদের ভালো লাগার কাজ	কাজের ভালো লাগার দিকগুলি

কার্যকলাপ ৩ : পেশা, ব্যাবসা এবং চাকরির মধ্যে পার্থক্য

প্রক্রিয়া :

শ্রেণির শুরুতে শিক্ষক-শিক্ষিকা "ক্যারিয়ার কী"; এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন, যাতে শিক্ষার্থীরা ক্যারিয়ারের মৌলিক ধারণা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। এরপর শিক্ষার্থীদের সামনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা; পেশা, ব্যাবসা এবং চাকরি; এর অর্থ ও পার্থক্য ব্যাখ্যা করা হবে। উদাহরণসহ বোঝানো হবে যে :

- পেশা হল চাকরিভিত্তিক কাজ, যেমন — শিক্ষক, ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া;
- ব্যাবসা হল উদ্যোক্তাভিত্তিক কাজ, যেমন — একটি দোকান বা প্রতিষ্ঠান চালানো;
- আর জীবিকা বলতে বোঝায় জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো ধরনের উপার্জনমূলক কাজ।

এই আলোচনা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আগ্রহ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বুঝতে সাহায্য করবে।

আলোচনার পরে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের একটি তালিকা দেবেন যেখানে পেশা, ব্যাবসা ও চাকরির বিভিন্ন নাম থাকবে। ছাত্রছাত্রীদের কাজ হবে সেগুলোকে যথাযথভাবে তিনটি শ্রেণিতে শ্রেণিবিন্যাস করা। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা বিষয়গুলোর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারবে এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করতে পারবে।

শিক্ষক, মুদি দোকানদার, অনলাইন কাপড় বিক্রেতা, পুলিশ, দিনমজুর, ইঞ্জিনিয়ার, রেস্তোরাঁ বা হোটেল ব্যবসায়ী, ভ্যানে করে ফল বিক্রেতা, ডাক্তার, নির্মাণশ্রমিক, মোবাইল ও ইলেকট্রনিকসের দোকানদার, ব্যাংক কর্মকর্তা

পেশা	ব্যাবসা	চাকরি

উদ্দেশ্য :

- ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে শেখানো
- নিজের আগ্রহ ও মানসিকতা বোঝার সুযোগ সৃষ্টি
- দলগত কাজ ও ভালো শ্রোতা হওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা
- মৌখিক ও লিখিতভাবে নিজেকে প্রকাশ করার দক্ষতা বাড়ানো
- বিভিন্ন জীবিকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি

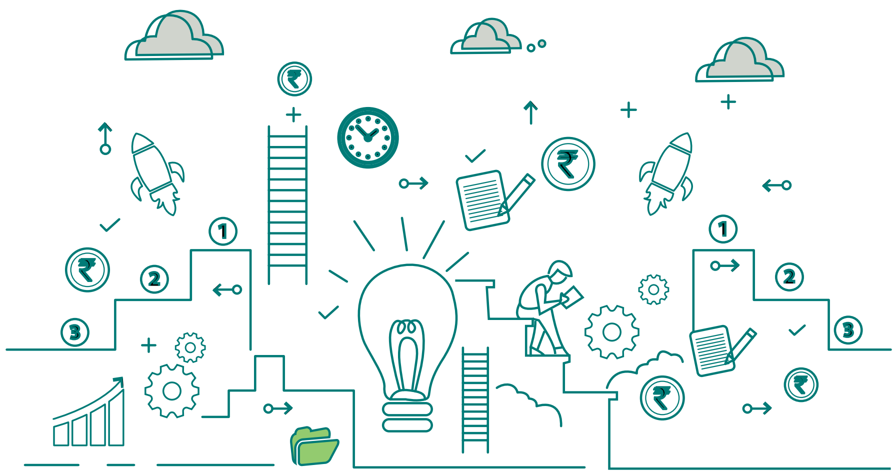

অধ্যায় ৩

কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি

কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি

কর্মজীবনে সফল হতে গেলে কয়েকটি বিশেষ গুণাবলির প্রয়োজন। আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু চারিত্রিক/স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য আছে যা আমাদের সহজাত। নিজেদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের জেনে নেওয়া দরকার সেই সব গুণাবলির কথা, যেগুলির দ্বারা কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করা যায়। এইগুলির মধ্যে কয়েকটি সহজাত হলেও, বেশ কিছু প্রশিক্ষণ অথবা অনুশীলনের দ্বারা আয়ত্ত করা যায়।

কার্যকলাপ ১ : ক্যারিয়ারে সফল হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ৪টি মূল বিষয়

এই কার্যকলাপে শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করবেন এমন চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে, যা একজন ব্যক্তিকে ক্যারিয়ারে সফল হতে সহায়তা করে। বিষয়গুলো হল :

- মূল্যবোধ (আমি কী বিশ্বাস করি?)
- আগ্রহ (আমার কী ভালো লাগে?)
- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (আমি কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করি?)
- দক্ষতা (আমি কী করতে পারি?)

আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখবে এবং বুঝতে পারবে কোন্ কোন্ বিষয় তাদের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার গঠনে প্রভাব ফেলতে পারে।

মূল্যবোধ : প্রত্যেক মানুষের কিছু নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, আদর্শ, নীতিবোধ, বিশ্বাস থাকে যা তার মূল্যবোধ গড়ে তোলে ও আচরণকে প্রভাবিত করে। উদাহরণস্বরূপ : সততা, কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাপরায়ণতা, অন্যের ক্ষতি না করা এগুলি মূল্যবোধ। যদি কারো মধ্যে এই মূল্যবোধগুলি সুদৃঢ় হয়, তাহলে তার পক্ষে কোনো অসৎ কাজে লিপ্ত হওয়া সম্ভব নয়, তা তার পক্ষে যতটাই লাভজনক হোক-না-কেন।

একটি অনুশীলনীর মধ্যে দিয়ে এই মূল্যবোধগুলিকে আরও ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন যে নীচের মূল্যবোধগুলি তোমার মতে কোন্‌টি অতি প্রয়োজনীয়, কোন্‌টি প্রয়োজনীয় এবং কোন্‌টি অপ্রয়োজনীয়, তা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করো। এক্ষেত্রে প্রত্যেকের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা আলাদা হতে পারে।

মূল্যবোধের বিষয়	অতি প্রয়োজনীয়	প্রয়োজনীয়	অপ্রয়োজনীয়
১) পরীক্ষায় ভালো ফল করা			
২) স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা			
৩) ভবিষ্যতের প্রস্তুতি নেওয়া			
৪) কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন			
৫) পিতামাতার সাথে ভালো সম্পর্ক রাখা			
৬) জনপ্রিয় হওয়া			
৭) অনেক বন্ধুবান্ধব থাকা			
৮) ধর্মে বিশ্বাস রাখা			
৯) বিত্তশালী হওয়া			
১০) সৃজনশীল হওয়া			
১১) খেলাধুলায় উৎকর্ষ লাভ করা			
১২) অবসর সময় উপভোগ করা			
১৩) সুনাগরিক হয়ে ওঠা			
১৪) দামি দামি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ থাকা			
১৫) বেড়াতে ভালোবাসা			

আগ্রহ : আমাদের সবারই কোনো কোনো বিশেষ জিনিস বা বিষয় সম্পর্কে বেশি আকর্ষণ বা উৎসাহ থাকে খেলাধুলা, নাচগান, ছবি আঁকা, বই পড়া ইত্যাদি। আবার মাদ্রাসার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যেও কোনো কোনো বিষয় পড়তে বেশি ভালো লাগে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ভালো লাগার সঙ্গে পরীক্ষার ফলাফলও জড়িত থাকে - যার অঙ্ক ভালো লাগে সে অঙ্কে বেশি নম্বর পায়, যার ইতিহাস ভালো লাগে সে ইতিহাসে ভালো নম্বর পায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা নীচের কার্যক্রমটি ছাত্রছাত্রীদের করতে বলবেন।

তোমার পছন্দের পাঠ্য বিষয়?

কেন ভালো লাগে?

শেষ পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছ?

পড়াশোনার বাইরে তোমার পছন্দের কাজ?

এই কাজটি তোমার কেন ভালো লাগে?

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : যে-কোনো মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটে তার আচরণ, চিন্তা ও আবেগের বহিঃপ্রকাশে। এই বহিঃপ্রকাশ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এবং ব্যক্তিবিশেষে আলাদা। যেমন — বিপদে পড়লে কেউ সহজেই বিচলিত হয়ে পড়ে, কেউ হয় না, কেউ দলগতভাবে মিলে মিশে কাজ করতে পছন্দ করে, কেউ করে না, কেউ অন্যের বিপদ দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে উপকার করে, কেউ পাশ কাটিয়ে এড়িয়ে যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন, ‘‘তোমরা মধ্যে কী কী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে তা লেখো’’:

১।
২।
৩।

দক্ষতা : ক্রমাগত চেষ্টা, অনুশীলন অথবা প্রশিক্ষণের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করা কিছু ক্ষমতা বা সামর্থ্যকে দক্ষতা বলা হয়। যেমন — ইংরাজিতে কথা বলার দক্ষতা, কম্পিউটার চালানোর দক্ষতা, পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার দক্ষতা ইত্যাদি। আজকের কর্মজীবনে উন্নতি সাধনের জন্য এই সব দক্ষতাগুলি খুব প্রয়োজন। নীচের কাজটি শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের করতে বলবেন।

তোমার মধ্যে আছে এমন দুটি দক্ষতা যা তুমি নীচে ফাঁকা জায়গায় লেখো :

১।
২।

এরপর ছাত্রছাত্রীরা নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি মূল্যবোধ, কোন্‌টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কোন্‌টি দক্ষতা তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করবে।

নীচের বাক্যগুলির মধ্যে কোন্‌টি মূল্যবোধ, কোন্‌টি আগ্রহ, কোন্‌টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কোন্‌টি দক্ষতা তা নির্দিষ্ট ঘরে (✔) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করো। এগুলির মধ্যে কোন্‌টি তোমার আছে তা 'হ্যাঁ' বা 'না' ঘরে (✔) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

বিবৃতি	মূল্যবোধ	আগ্রহ	বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা	হ্যাঁ	না
১) আমি শিশুদের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসি।						
২) আমি নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগাতে চাই।						
৩) আমার কাজে উৎসাহ ও উদ্দীপনা আছে।						
৪) আমি অঙ্ক করতে ভালোবাসি।						
৫) আমি কোনো কাজ দ্রুত শেষ করতে পারি।						
৬) আমি হিসাব ভালো করতে পারি।						
৭) আমার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা আছে।						
৮) আমার কাজের প্রতি নিষ্ঠা আছে।						
৯) আমি চট করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।						
১০) আমি কম্পিউটারে কাজ করতে ভালোবাসি।						
১১) আমি খেলাধুলা ভালোবাসি।						
১২) নিজের বক্তব্যকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারি।						
১৩) আমি অন্যের সেবা করতে ভালোবাসি।						
১৪) আমার খুব ধৈর্য আছে।						
১৫) আমি গান শুনতে ভালোবাসি।						
১৬) আমি খুব সাহসী।						
১৭) আমার কল্পনাশক্তি খুব প্রবল।						
১৮) আমি সকলের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারি।						
১৯) আমি চাপের মধ্যেও মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পারি।						
২০) যে-কোনো বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে আমার ভালো লাগে।						
২১) আমার ভ্রমণ করতে ভালো লাগে।						
২২) বিজ্ঞানের বিষয়গুলি আমার ভালো লাগে।						
২৩) আমি ভালো গান করি।						
২৪) তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আমার আগ্রহ আছে।						
২৫) লেখার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করতে আমার ভালো লাগে।						
২৬) আমি অন্যের দুঃখে সমব্যথী হই।						
২৭) আমি রান্নাবান্না নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসি।						
২৮) পরীক্ষায় ভালো ফল করা আমার কাছে খুব মূল্যবান।						
২৯) আমি সর্বদা সৎ থাকার চেষ্টা করি।						
৩০) আমি বন্ধুদের কাজে সাহায্য করি।						

কার্যকলাপ ২ : কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকাহিনি

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের সামনে কিছু বিখ্যাত ও অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তির জীবনকাহিনি তুলে ধরবেন। এই গল্পগুলো শোনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা বুঝতে পারবে জীবনে এবং বিভিন্ন পেশায় সফল হতে হলে পরিশ্রম, অদম্য সাহস, উৎসাহ ও মানসিক দৃঢ়তা কতটা প্রয়োজন। এতে তারা নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অনুপ্রাণিত হবে এবং অধ্যবসায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবে।

মওলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী। তিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং মহাত্মা গান্ধির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি শিক্ষার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয় এবং 'আই আই টি', 'ইউ জি সি'-র মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। আজাদ বিশ্বাস করতেন যে শিক্ষা সমাজ পরিবর্তনের মূল চাবিকাঠি। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পক্ষে ছিলেন এবং সারাজীবন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের জন্য কাজ করেছেন।

কল্পনা চাওলা ছিলেন প্রথম ভারতীয় নারী যিনি মহাকাশে গিয়েছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই মহাকাশ নিয়ে স্বপ্ন দেখতেন এবং স্নাতক শেষ করার পর আমেরিকায় পাড়ি দেন। নাসাতে কাজ শুরু করে ১৯৯৭ সালে প্রথম মহাকাশ ভ্রমণ করেন। ২০০৩ সালে দ্বিতীয়বার স্পেস শাটল কলম্বিয়ায় মহাকাশে যান, কিন্তু ফেরার সময় দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। তাঁর অধ্যবসায় ও সাফল্য বিশ্বজুড়ে মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে।

হাজি মোহাম্মদ মহসিন ছিলেন একজন মহান দানবীর, যিনি তাঁর সম্পত্তি দান করে সমাজসেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি শিক্ষার প্রসার ও দুঃস্থদের কল্যাণে অকাতরে দান করতেন। তাঁর দান করা অর্থ থেকে আজও বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সমাজকল্যাণমূলক কাজ পরিচালিত হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে খুব সাধারণ জীবনযাপন করতেন, কিন্তু দানের ক্ষেত্রে ছিলেন অকৃপণ। বাংলার ইতিহাসে তিনি আজও উদারতার প্রতীক হয়ে আছেন।

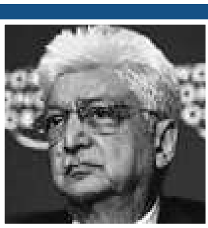

আজিম প্রেমজি ভারতের অন্যতম সফল উদ্যোক্তা ও সমাজসেবক। তিনি 'উইপ্রো কোম্পানি'র মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটান। তাঁর নেতৃত্বে উইপ্রো একটি ছোটো সংস্থা থেকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ 'আই টি' কোম্পানিতে পরিণত হয়। ব্যাবসার পাশাপাশি তিনি সামাজিক উন্নয়নে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর 'আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন' ভারতের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তিনি বিশ্বাস করেন, সম্পদ শুধু নিজের জন্য নয়, বরং সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করা উচিত।

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী শিক্ষার অগ্রদূত ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম নারীদের শিক্ষার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে তিনি নারীদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন এবং ১৯১১ সালে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি 'সুলতানার স্বপ্ন' নামে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখেন, যেখানে নারীরা পুরুষদের তুলনায় এগিয়ে থাকে। তাঁর প্রচেষ্টা নারীদের শিক্ষা ও স্বাধীনতার পথ সুগম করেছে।

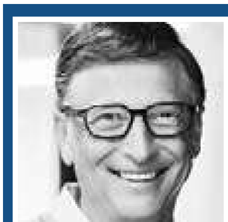

বিল গেটস মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি। তিনি প্রযুক্তির প্রসারে বিপ্লব ঘটান এবং কম্পিউটারকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। তাঁর উদ্ভাবন বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ধারা বদলে দেয়। তিনি নানান ধরণের সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কাজ করছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে প্রযুক্তি শুধু ব্যাবসার জন্য নয়, মানবকল্যাণেও ব্যবহৃত হতে পারে।

রতন টাটা ভারতের অন্যতম সফল শিল্পপতি ও সমাজসেবক। তিনি টাটা গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে কোম্পানিকে বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। তাঁর সময়ে টাটা মোটরস, টাটা স্টিল, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে। তিনি ব্যাবসার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও যুক্ত ছিলেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য বিমোচনে তাঁর দান অনন্য।

শকুন্তলা দেবী গণিতের বিস্ময় নারী, যিনি 'মানব কম্পিউটার' নামে পরিচিত। ছোটোবেলা থেকেই তিনি জটিল গণিতের সমাধান আশ্চর্যজনক গতিতে করতে পারতেন। তাঁর দ্রুত গণনা করার দক্ষতা গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্বীকৃতি পায়। তিনি গণিতকে সহজভাবে বোঝানোর জন্য অনেক বই লেখেন। তাঁর প্রতিভা ও অবদান গণিতের প্রতি ভীতি দূর করতে সাহায্য করেছে।

শ্রীনিবাস রামানুজান ছিলেন এক বিস্ময়কর গণিতবিদ, যিনি জটিল গাণিতিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম হলেও গণিতের প্রতি তাঁর অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জি.এইচ. হার্ডির সাথে কাজ করেন এবং বহু গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সূত্র উদ্ভাবন করেন। তাঁর আবিষ্কার আজও গণিতের গবেষণায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

এরপর শিক্ষক-শিক্ষিকা নিম্নলিখিত কাজটি ছাত্রছাত্রীদের করতে বলবেন।

১. কমপক্ষে ৩টি ব্যক্তির নাম লেখো, যাঁরা তোমাকে অনুপ্রাণিত করেন।

....

....

২. তাঁরা কোন্ কোন্ বিষয় তোমাকে অনুপ্রাণিত করেন?

....

....

অধ্যায় ৪

সাইকোমেট্রিক টেস্ট

সাইকোমেট্রিক টেস্ট

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষা বিষয়ক মনস্তত্ত্বে ব্যবহারের জন্য সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্ভব হয়। আজকাল শিক্ষাক্ষেত্র ছাড়া নিয়োগ কর্তারাও কর্মচারী নিয়োগের জন্য এর ব্যবহার শুরু করেছেন। 'সাইকোমেট্রিক' কথাটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'সাইকো' এবং 'মেট্রিক' থেকে; যার অর্থ 'মন' এবং 'মাপ'। এই পরীক্ষা দ্বারা মানসিক ক্ষমতা বা ব্যক্তিত্ব মাপার চেষ্টা করা হয়। এই বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির দ্বারা একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব, আগ্রহ, ঝোঁক বা প্রবণতা এবং ক্ষমতা মাপা হয়। এতে জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রভূত সুবিধা পাওয়া যায় । বোঝা যায় কী ধরনের জীবিকা কোন্ মানুষের ক্ষেত্রে সুযোগ্য হবে।

ব্রিটিশ মনোবিদদের মতে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অনুভূতি এবং ব্যবহার পরিমাপ করা সম্ভব এবং সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা মানুষের মন এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার একটি যন্ত্র, যা মানুষকে বোঝার একটি উপায়। এর দ্বারা 'ঠিক ব্যক্তিকে ঠিক জীবিকা বা পেশায়' নিযুক্ত করানো যায়।

সাইকোমেট্রিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য :

- আমাদের দক্ষতার একটা নিরপেক্ষ এবং ন্যায্য মূল্যায়ন
- নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে আরও ভালো করে বোঝা
- ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ারের পথ দেখানোর জন্য পরামর্শ প্রদান
- ঠিক ব্যক্তিকে ঠিক কাজের সন্ধান দেওয়া

সাইকোমেট্রিক পরীক্ষা কাগজে-কলমে বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে (অনলাইন) হতে পারে। পরীক্ষাটি হতে পারে মানুষের ক্ষমতা বা প্রবণতার ওপর অথবা ব্যক্তিত্বের ওপর। আবার সবগুলি মিলিয়েও হতে পারে।

প্রবণতা ও ক্ষমতা/সক্ষমতা পরীক্ষা (এ্যাপটিচুড এবিলিটি টেস্ট) :

একজন মানুষের যুক্তি প্রয়োগ করবার ক্ষমতা এবং জ্ঞান-বুদ্ধি পরিমাপ করবার জন্য এই পরীক্ষা করা হয়েছে। এতে সাধারণত একটি প্রশ্ন বা বাক্যের জন্য অনেকগুলি উত্তর দেওয়া থাকে, যার মধ্যে থেকে ছাত্রছাত্রীদের ঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হয়। এই পরীক্ষা শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হয় এবং কিছু প্রশ্ন উদাহরণস্বরূপ দিয়ে দেওয়া হয়। এতে সময়ের কোনো সীমা দেওয়া থাকে না।

এই ধরনের অভীক্ষায় ব্যক্তিত্বের ওপর কিছু প্রশ্ন বা বাক্য দেওয়া থাকে যার উত্তর দিতে বা বাছতে হয়। এতে সময়ের কোনো নির্দেশ থাকতেও পারে। এর উত্তর ঠিক বা ভুল হয় না। একই ধরনের প্রশ্ন বারবার বা একই প্রশ্ন বিভিন্নভাবে দেওয়া থাকতে পারে। উত্তরদাতার ভাবনা-চিন্তার স্থিরতা যাচাই করার জন্য এবং তার পছন্দ আরও সঠিকভাবে বোঝার জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করা হয়।

এগুলি পরীক্ষা নয়, মানুষের ব্যক্তিত্বের ধরনের নির্দেশক। আগ্রহ, প্রবণতা এবং ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী কাজের ধরন জানাই এর উদ্দেশ্য।

কার্যক্রম ১ : RIASEC টেস্ট

আগ্রহভিত্তিক পেশা নির্বাচনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের RIASEC টেস্ট করা হবে। RIASEC টেস্ট কী?

RIASEC (Holland Code) : এই টেস্ট একটি আগ্রহনির্ভর মূল্যায়ন, যা ছয়টি ভিন্ন ধরনের আগ্রহ বা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও পেশাগত আগ্রহ নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। ছয়টি ক্যাটেগরি হল :

প্রক্রিয়া :

শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিতে RIASEC টেস্ট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন, যে এই টেস্ট ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী ক্যারিয়ার নির্বাচনে সহায়তা করে।

- ছাত্রছাত্রীরা নির্ধারিত প্রশ্নপত্র বা অনলাইন ফর্মে টেস্ট সম্পন্ন করবে।
- প্রত্যেকে নিজের পছন্দ/অপছন্দ অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর দেবে।
- শিক্ষক প্রয়োজনমতো সহায়তা করবেন।
- টেস্টের মাধ্যমে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর শীর্ষ ২ বা ৩টি ক্যাটেগরি চিহ্নিত হবে (যেমন : I, A, S)
- শিক্ষক টেস্টের রেজাল্ট অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর তালিকা দেখাবেন এবং ব্যাখ্যা করবেন।
- প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তার RIASEC ফলাফল ও সংশ্লিষ্ট ক্যারিয়ারগুলির নাম নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখবে।
- কোনো ছাত্রছাত্রী যদি মনে করে টেস্টের ফলাফল তার স্বপ্নের ক্যারিয়ারের সঙ্গে মিলছে না, তাহলে সে ২-৩ মাস পরে আবার টেস্ট করতে পারবে।
- শিক্ষক-শিক্ষিকারা সময়-সময় ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহের পরিবর্তন অনুযায়ী টেস্ট পুনরায় করার সুযোগ দেবেন।

উদ্দেশ্য :

- ছাত্রছাত্রীদের আত্ম-অন্বেষণ ও আগ্রহ বোঝার সুযোগ দেওয়া
- ক্যারিয়ার নির্বাচনে বাস্তবভিত্তিক দিক্‌নির্দেশনা দেওয়া
- আগ্রহ ও দক্ষতার মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করা
- ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করা

এই টেস্টটি ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের ক্যারিয়ার পরিকল্পনার একটি মজবুত ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করবে।

বিষয়	পছন্দে √ দিই	কোড
১। আমি নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পছন্দ করি।		S
২। আমি প্রশিক্ষণ দিতে বা পড়াতে ভালোবাসি।		S
৩। আমি কোনো কিছু বিক্রি করতে ভালোবাসি।		E
৪। আমি আঁকতে ভালোবাসি।		A
৫। আমি নানা যন্ত্রপাতি সারাই করতে পছন্দ করি।		R
৬। আমি বক্তৃতা দিতে ভালোবাসি।		E
৭। আমি একজন সৃজনশীল ব্যক্তি।		A
৮। আমি শিল্প ও সঙ্গীত নিয়ে পড়াশোনা করতে ভালোবাসি।		A
৯। আমি নানা ধরনের ফর্ম ফিল-আপ ভালোভাবে করতে পারি।		C
১০। আমি পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি কোর্স করতে চাই।		I
১১। আমি পশুপাখির যত্ন নিতে ভালোবাসি।		R
১২। আমি আসবাবপত্র, জামাকাপড় বা পোস্টার ডিজাইন করতে পছন্দ করি।		A
১৩। আমি মানুষকে সাহায্য করতে ভালোবাসি।		S
১৪। আমি ফাইল এবং নথিপত্র নিয়ম মেনে গুছিয়ে রাখতে পছন্দ করি।		C
১৫। আমি চট করে নতুন দায়িত্ব নিয়ে নিতে পারি।		E
১৬। আমি যে-কোনো বিষয়ের খুঁটিনাটি মনোযোগ দিয়ে দেখি।		C
১৭। আমি যে-কোনো পরিস্থিতি বা সমস্যাকে বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করি।		I

বিষয়	পছন্দে √ দিই	কোড
১৮। আমি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে রেডিওতে ঘোষণা করতে পারব।		E
১৯। আমি খেলাধুলোয় ভালো।		R
২০। আমি বাগান পরিচর্যা করতে পছন্দ করি।		R
২১। আমি বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বা গান গাইতে ভালোবাসি।		A
২২। আমি চেষ্টা করে মানুষকে বোঝাতে বা রাজি করাতে ভালোবাসি।		E
২৩। আমি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজ করতে ইচ্ছুক।		S
২৪। আমি ফাইন আর্টস নিয়ে একটি কোর্স করতে চাই।		A
২৫। আমি অনুসন্ধান করতে ভালোবাসি।		I
২৬। আমি ধাঁধা বা পাজল সমাধান করতে ভালোবাসি।		I
২৭। বাইরে কাজ করতে যেতে আমার ভালো লাগে।		R
২৮। আমি কম্পিউটার ব্যবহার করে বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করতে পারি।		I
২৯। আমি জিনিস তৈরি করতে ভালোবাসি।		R
৩০। আমি গাড়ি নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসি।		R
৩১। আমি একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ, আমি নিজের জন্য লক্ষ্য স্থির করে থাকি।		E
৩২। আমি স্পষ্ট নির্দেশ মেনে কাজ করতে পছন্দ করি।		C
৩৩। আমি সৃজনশীল লেখা পছন্দ করি।		A
৩৪। আমি আমার কাজের প্রক্রিয়া নিজে নির্ধারণ করতে পারি।		A
৩৫। আমি মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে পড়াশোনা করতে পছন্দ করি।		S
৩৬। আমি বিজ্ঞান বিষয়টি উপভোগ করি।		I
৩৭। আমি ফাইলিং বা টাইপিং করতে পছন্দ করি।		C
৩৮। আমি বাস্তব চিন্তাসম্পন্ন একজন মানুষ।		R
৩৯। আমি নাটকে অভিনয় করতে পছন্দ করি।		A
৪০। আমি মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির সময় সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে ভালোবাসি।		S
৪১। আমি নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করি।		E
৪২। আমি ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক প্রচারে অংশ নিতে আগ্রহী।		E
৪৩। যা কিছু ঘটছে তার কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করতে পছন্দ করি।		I
৪৪। আমি সব ধরনের মানুষের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করি।		S
৪৫। আমি দলে কাজ করতে পছন্দ করি।		S
৪৬। আমি একজন সুসংগঠিত ও সাবধানী মানুষ।		C
৪৭। আমি রোগীকে সারিয়ে তোলার বিষয়ে আগ্রহী।		S
৪৮। আমি গণিতে ভালো।		I
৪৯। আমি স্বাধীনভাবে ভালো কাজ করি।		A
৫০। আমি রান্না করতে ভালোবাসি।		R
৫১। আমি ব্যয় এবং আয়ের সঠিক হিসেব রাখতে পারি।		C
৫২। আমি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি বুঝতে পারি।		I
৫৩। অফিসে দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করতে আমার কোনও সমস্যা হবে না।		C
৫৪। আমি একটি কোম্পানির ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক।		E

বিষয়	পছন্দে √ দিই	কোড
৫৫। আমি আমার নির্দেশ অনুসারে অন্যকে কাজ করাতে পারি।		E
৫৬। আমি শিল্প সংস্কৃতি সম্পর্কে পড়াশোনা উপভোগ করি।		A
৫৭। আমি অফিসে কাজ করতে ইচ্ছুক।		C
৫৮। আমি আমার নিজের ব্যাবসা শুরু করতে চাই।		E
৫৯। আমি আমার কাজের রেকর্ড ভালোভাবে রাখতে পারি।		C
৬০। আমি যন্ত্রপাতি একত্রিত করে কিছু বানাতে পছন্দ করি।		R

মোট √ চিহ্ন যোগ করে নীচের ঘরে লিখি

		মোট
R	Realistic (বাস্তববাদী)	
I	Investigative (গবেষণামূলক)	
A	Artistic (সৃজনশীল)	
S	Social (সামাজিক)	
E	Enterprising (উদ্যোগী)	
C	Conventional (প্রথাগত/গঠনমূলক)	

যে তিনটি অক্ষর বেশি এসেছে সেগুলি লিখি —

....

....

....

আমার আগ্রহের কোড

কার্যক্রম ২ : RIASEC টেস্ট বিশ্লেষণ

RIASEC মডেল অনুযায়ী পেশাগুলির শ্রেণিবিভাগ ও ব্যাখ্যা

১. বাস্তববাদী (Realistic - R)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
সততা, (honesty), বাস্তব কৃতিত্বের জন্য বস্তুগত পুরস্কার (material rewards for tangible accomplishment)	সাধারণ জ্ঞান (Common sense), বাস্তবমুখী (Practical), সৎ (Honest), প্রথাগত (Traditional), অধ্যবসায়ী (Persistent)	হাতেকলমে কাজ ও যান্ত্রিক দক্ষতা (Manual and mechanical skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত ব্যাবহারিক, বাস্তবভিত্তিক কাজ পছন্দ করেন। তাঁরা সাধারণত হাতেকলমে কাজ করতে আগ্রহী হন।

- পাইলট (Pilot) : একজন পাইলট বিমান চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত হন এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহন করেন।
- সিভিল ইঞ্জিনিয়ার (Civil Engineer) : সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিকল্পনার দায়িত্ব নেন।
- বিমান ও মহাকাশ প্রকৌশলী (Aerospace Engineer) : এই প্রকৌশলীরা মহাকাশযান, বিমান এবং অন্যান্য সম্পর্কিত প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করেন।
- অ্যাথলিট/ক্রীড়াবিদ (Athlete/Sportsperson) : পেশাদার ক্রীড়াবিদরা জেলা, দেশ, ক্লাব বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

২. গবেষণামূলক (Investigative – I)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
স্বাধীন মনোভাব (Independence), কৌতূহল (Curiosity), জ্ঞান অর্জন বা বিকাশ, (Development or acquisition of knowledge), শেখার মনোভাব (Learning), সাফল্য (Achievement)	বিশ্লেষণধর্মী (Analytical), বুদ্ধিমান (Intelligent), অন্তর্মুখী (Introverted), সবকিছু যাচাই করে গ্রহণ করে (Sceptical), একাডেমিক প্রবণতা (Academic bent of mind)	বৈজ্ঞানিক দক্ষতা (Scientific skills), উন্নত একাডেমিক দক্ষতা (Better academic skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাভাবনা (Critical thinking) করেন এবং গবেষণামূলক কাজে আগ্রহী হন।

- **পুরাতত্ত্ববিদ (Archaeologist) :** অতীতের সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে বের করা ও তাদের সংরক্ষণ করা পুরাতত্ত্ববিদদের কাজ।
- **জ্যোতির্বিজ্ঞানী (Astronomer) :** মহাকাশ এবং বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন ও গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করেন।
- **ডায়েটিশিয়ান (Dietician) :** ব্যক্তিবিশেষের স্বাস্থ্য ও খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী পুষ্টিকর খাদ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন।
- **সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (Software Engineer) :** কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য দক্ষ ও একজন কর্মজীবী।

৩. শৈল্পিক (Artistic – A)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
মৌলিকতা (Originality), স্বাধীন মনোভাব সম্পন্ন (Independence), সৃজনশীল ভাবনার প্রকাশ, (Expression of creative ideas), কল্পনা (Emotion– imagination), আত্মপ্রকাশ (Self-expression)	নতুন অভিজ্ঞতার প্রতি উদার (Open to experience), নতুন চিন্তাধারার (Innovative, intellectual), মেধাবী, অগোছালো (Disorderly), প্রচলিত ধারা ভঙ্গকারী (Unconventional)	সৃজনশীল দক্ষতা (Creative skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সৃজনশীল, কল্পনাশক্তিসম্পন্ন এবং নান্দনিক বিষয়ে আগ্রহী হন।

- **স্থপতি (Architect):** বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য ডিজাইন ও পরিকল্পনার কাজ করেন।
- **ফ্যাশন ডিজাইনার (Fashion Designer):** পোশাক এবং আনুষঙ্গিক সামগ্রীর নকশা তৈরি করেন।
- **নৃত্য পরিচালক (Choreographer):** নৃত্য পরিবেশন এবং কোরিওগ্রাফির দায়িত্ব পালন করেন।
- **গ্রাফিক ডিজাইনার (Graphic Designer):** বিজ্ঞাপন, মিডিয়া এবং অন্যান্য গ্রাফিক ডিজাইনের কাজ করেন।

৪. সামাজিক (Social – S)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
সহযোগিতা (Cooperation), উদারতা (Generosity) অন্যের সেবা বা কল্যাণ (service to or welfare of others), সমানুভূতি (Understanding), সামাজিক সেবা (social service)	সমানুভূতিশীল (Empathetic), ধৈর্যশীল (Patient), সহায়ক (Helpful)	সামাজিক দক্ষতা, (Social skills), আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (Interpersonal skills)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত মানবসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে আগ্রহী হন।

- **নার্সিং (Nursing) :** রোগীদের সেবা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি।
- **শিক্ষক-শিক্ষিকা (Teacher) :** ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- **ফিটনেস প্রশিক্ষক-শিক্ষিকা (Fitness Trainer) :** স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার প্রশিক্ষণ দেন।
- **মনোবিদ (Counsellor) :** মানসিক স্বাস্থ্য ও জীবনসংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন।

৫. উদ্যোগী (Enterprising – E)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
ঝুঁকি নেওয়ার মানসিকতা (Risk-taking), মর্যাদাকেন্দ্রিকতা (Status oriented), আর্থিক ও সামাজিক সফলতা (Financial and social success), দায়িত্ববোধ (Responsibility), বস্তুবাদী কৃতিত্ব (Material accomplishment)	আত্মবিশ্বাসী (Confident), মিশুক (Sociable), উদ্যমী (Energetic), বহির্মুখী (Extroverted), নেতৃত্বগুণসম্পন্ন (Leadership qualities), প্রভাবিত করতে সক্ষম (Persuasive)	বিক্রয় ও প্রভাবিত করার দক্ষতা (Skills in sales and persuasion)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সাধারণত নেতৃত্বগুণসম্পন্ন, ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং পরিচালন দক্ষতাসম্পন্ন হন।

- **আইনজীবী (Lawyer) :** আইনি পরামর্শ প্রদান ও মামলা পরিচালনার কাজ করেন।
- **বিক্রয় প্রতিনিধি (Sales Representative) :** পণ্য বা সেবার প্রচার ও বিক্রয়ের দায়িত্ব পালন করেন।
- **মানবসম্পদ ব্যবস্থাপক (Human Resource Manager) :** কর্মী পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।
- **ভ্রমণ আয়োজক (Travel Agent) :** পর্যটন সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন।

৬. প্রচলিত (Conventional – C)

মূল্যবোধ (Values)	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য (Traits)	দক্ষতা (Skills)
স্থিতিশীলতা (Stability), দক্ষতা (Efficiency), যথার্থতা (Accuracy), অর্থ উপার্জন (Making money), ব্যাবসা বা সামাজিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা (Power in business or social affairs)	সংগঠিত (Organized), সতর্ক (Careful), নিয়ম মেনে চলার প্রবণতা (Rule-oriented)	দাপ্তরিক দক্ষতা (Clerical skills), ব্যাবসা বা পণ্যের কারিগরি দক্ষতা (Technical skills in business or product), লক্ষ্য পূরণের দক্ষতা (Skills in meeting targets)

এই ধরনের ব্যক্তিরা সংগঠিত, কাঠামোবদ্ধ ও বিশদ পরিকল্পনার কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

- **হিসাবরক্ষক (Accountant):** আর্থিক হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেন।
- **অডিটর (Auditor):** বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক রেকর্ড পর্যালোচনা ও নিরীক্ষার কাজ করেন।
- **গ্রন্থাগারিক (Librarian):** বই এবং তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার কাজে নিযুক্ত থাকেন।
- **পরিসংখ্যানবিদ (Statistician):** তথ্য বিশ্লেষণ ও গবেষণার কাজে দক্ষ।

এই RIASEC মডেল অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ ও দক্ষতার ভিত্তিতে সঠিক পেশা নির্বাচন করা সম্ভব।

বিভিন্ন পেশার জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা

বিভিন্নরকম পেশা এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা নীচে দেওয়া হল। শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন যে তোমার মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেগুলি এখানে খুঁজে বার করো এবং পেশাগুলিকে নির্বাচন করো।

পেশা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা
শিক্ষকতা/অধ্যাপনা	ধৈর্য, সহানুভূতিশীলতা, নিজেকে এবং অন্যকে বুঝতে পারা, গোছানো স্বভাব, নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা, বিষয় বিশেষের (অঙ্ক, ইতিহাস, প্রভৃতি) প্রতি জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য, উৎসাহ	• ভাষা ও ভাব প্রকাশের দক্ষতা
চিকিৎসক	মানবিকতা, সহমর্মিতা, করুণা, জিজ্ঞাসু মন/অনুসন্ধিৎসু, মন যুক্তিনির্ভর হয়ে চলা, বাস্তব নির্ভর হয়ে চলা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, চাপের মোকাবিলা করার ক্ষমতা থাকা,	• লোকজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দক্ষতা • চটপট সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা • চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা

পেশা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা
ব্যাংক অফিসার	উদ্যম, উৎসাহ	• কম্পিউটার জানা • বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা • ব্যাংক সম্বন্ধীয় হিসাব রাখার দক্ষতা • জনসংযোগ রাখার ক্ষমতা
সাংবাদিক	কৌতূহলী, উদ্যোগ ও উদ্যম, বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, ঝুঁকি নেওয়া	• গল্প রচনার দক্ষতা • ভালো লেখার ক্ষমতা • ভালো প্রতিবেদন তৈরির ক্ষমতা
পাইলট	দলে কাজ করতে পারা, গভীর মনোযোগ, অনুশাসন, আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, সাহসিকতা, বেড়াতে ভালোবাসা, ভালো স্মৃতিশক্তি, ভালো দৃষ্টিশক্তি	• গণিতে পারদর্শী
খেলোয়াড়	সততা, শৃঙ্খলাবোধ, দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা, ধারাবাহিকতা, গভীর আগ্রহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা, লোকজনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতা, গণিতে পারদর্শিতা, ভালো খেলতে পারা, ঝুঁকি নেওয়া, বিশ্বস্ততা, নিবেদিত প্রাণ, নির্ভরযোগ্যতা, দলে কাজ করার ক্ষমতা সম্পন্ন	• ভালো খেলতে পারা
গায়ক	গান করতে ভালোবাসা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, নতুন চিন্তাভাবনা করতে পারা, নতুন কিছু শেখার জন্য ব্যগ্রতা, সঙ্গীত বা ছন্দের বোধ থাকা	• ভালো গান গাইতে পারা
বিজ্ঞাপন কর্মী	দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অন্যের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম, আত্মবিশ্বাসী, লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ	• লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা
ম্যানেজমেন্ট ডিজাইনার	চাপের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা, সৃজনশীলতা, নিজের প্রচেষ্টা ও শক্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা, গোছানো স্বভাব, অন্যদের প্রেরণা দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা ও উত্তরণের ক্ষমতা, উপস্থাপনার মাধ্যমে কার্যকারিতা সম্পন্ন করা	• পরিকল্পনা করার ক্ষমতা • লোকজনের সাথে সম্পর্ক • স্থাপনের ক্ষমতা • বক্তব্য রাখার ক্ষমতা
তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী	যে-কোনো সমস্যা সমাধান করতে পারার ক্ষমতা, প্রবল অধ্যবসায়, গভীর মনোযোগ, নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির	• কম্পিউটার চালানোর ক্ষমতা • গণিতে পারদর্শিতা
চিত্র বা থিয়েটার অভিনয়	নিবেদিত প্রাণ, অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম, প্রচণ্ড অধ্যবসায়, ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব ও মঞ্চে আত্মপ্রকাশ, চাপের মধ্যে কাজ করতে পারার ক্ষমতা	• অভিনয় প্রতিভা ও নাট্যজ্ঞান • প্রবল মুক্তচিন্তা • সঠিক উচ্চারিত ভাষার দক্ষতা • স্বতন্ত্রতা
নার্স বা সেবিকা	সেবা যত্ন করার মানসিকতা, সহমর্মিতামূলক মনোভাব, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ দৃষ্টিকোণ, আত্মকেন্দ্রিক না হওয়া, পরিবর্তিত অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, নির্ভীকতা, আত্মবিশ্বাস, ধৈর্য, আলাপী	• লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা
পুলিশ / মিলিটারি / বিমানবাহিনী	বিশ্বাস, সততা, নিষ্ঠা, কর্তব্যবোধ, বুদ্ধি, দৃঢ়তা, সহ্যশক্তি, শৃঙ্খলাবোধ, সাহস	• শারীরিক সক্ষমতা • সামরিক সমস্যাগুলি বুঝতে পারার ক্ষমতা
সমাজকর্মী	আত্মসংবেদনশীলতা, বিবেচনা করে কাজ করার মানসিকতা, সহমর্মিতা, দলগত কাজ করার ক্ষমতা, উৎসাহ, অন্যের সাথে সম্পর্ক তৈরি করার প্রবণতা , সহনশীলতা, নিরপেক্ষতা ও অন্যদের যে-কোনো পরিস্থিতিতে বুঝতে পারা	• কথোপকথন ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা • দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা • কথা বলা ও শোনার দক্ষতা

পেশা	চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	দক্ষতা
সংগঠক	কৌতূহল, জ্ঞানী হওয়া, লক্ষ্য অর্জনের অধিকারী, সংগঠনশীলতা, ব্যায়াম অনুশীলনে আগ্রহী ও মস্তিষ্কের প্রখরতা	• ভাষা ও কথা বলার দক্ষতা • উপস্থাপনার দক্ষতা • পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা
লেখক/কবি	সৃজনশীলতা, কল্পনাসমৃদ্ধতা, নিজস্বভাবে কাজ করার ক্ষমতা	• নিজের ভাবনা প্রকাশ করার দক্ষতা • ভাষার দক্ষতা • গল্প বা কবিতা রচনার ক্ষমতা
সরকারি চাকরিজীবী	নিয়মানুবর্তিতা, সিদ্ধান্তে স্থির থাকার প্রবণতা, শান্ত, স্থির ও অবিচল থাকা, সততা, বিশ্বস্ততা, যোগাযোগ স্থাপনে আগ্রহী	• প্রশাসনিক দক্ষতা • পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণী দক্ষতা • নিজের ভাবনা প্রকাশ করার দক্ষতা
শেফ	ভোজন রসিকতা, সৃজনশীলতা, আকর্ষণীয় কাজ করার ক্ষমতা, চ্যালেঞ্জ গ্রহণের মানসিকতা, সমালোচনা গ্রহণের ক্ষমতা, সময়ানুবর্তিতা, বহুমুখী কর্মক্ষমতা, নিজস্বভাবে কাজ করার ক্ষমতা	• রন্ধনে পারদর্শিতা • রন্ধনের সরঞ্জাম ব্যবহারের দক্ষতা • বিভিন্ন স্বাদ বুঝতে পারার ক্ষমতা • রন্ধন বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দক্ষতা
ব্যবসায়ী	ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, অন্যকে প্রভাবিত করতে পারার ক্ষমতা, উদ্যম, বিচক্ষণতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, দায়িত্ববোধ, যোগাযোগ দক্ষতা, অন্যকে উৎসাহিত করা, মনোবল থাকা	• কথা বলার ক্ষমতা • তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার দক্ষতা • নিজের পণ্য বা ধারণা অন্যকে বিশ্বাস করাতে পারার ক্ষমতা
ফটোগ্রাফার	ফটোগ্রাফির প্রতি তীব্র প্রেম, নির্মম প্রচেষ্টা, ধৈর্য, কল্পনাশক্তি, দৃঢ়সংকল্প, সৃজনশীলতা, নিখুঁতভাবে কাজ সম্পূর্ণ করা	• ক্যামেরায় ছবি তুলতে পারার দক্ষতা • বিভিন্ন ধরনের ক্যামেরার ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান
ইঞ্জিনিয়ার	সৃজনশীলতা, নিখুঁত চিন্তাভাবনা, দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, ধাপে ধাপে কাজ করার ক্ষমতা, যথার্থভাবে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা	• সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা • গণিত এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান
বৈজ্ঞানিক গবেষক	অনুসন্ধিৎসা, বিশ্লেষণী চিন্তাভাবনা, সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা , উদ্ভাবন ক্ষমতা, নিরপেক্ষ চিন্তাভাবনা, যুক্তিবোধসম্পন্ন, বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে মনোযোগ	• তথ্যগুলি বুঝতে পারা ও গবেষণা করার দক্ষতা

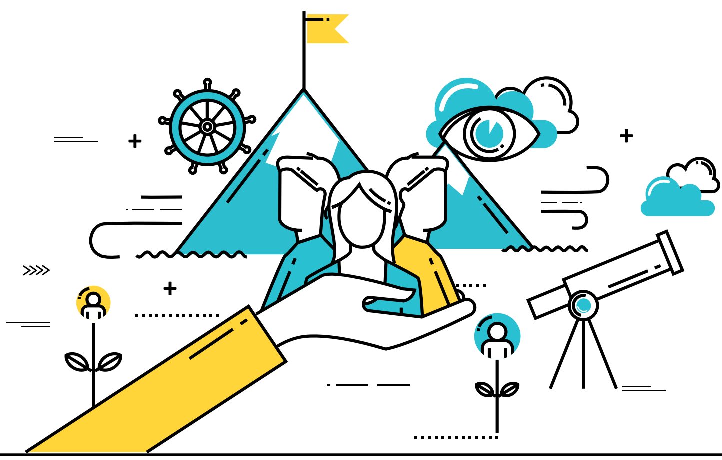

অধ্যায় ৫

সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া

সঠিক ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া

শিক্ষক-শিক্ষিকা এক-একটি পরিস্থিতি ছাত্রছাত্রীকে পড়তে বলবেন এবং সেই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলি আলোচনা করবেন।

কার্যক্রম ১ : বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

প্রক্রিয়া

নিজের পছন্দের ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার জন্য শুধু ইচ্ছা নয়, প্রয়োজন সেই ক্যারিয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানারও। ভালো লাগা, দক্ষতা, পরিবার থেকে পাওয়া সহায়তা এবং নিজের মূল্যবোধ; এই সবকিছু মিলিয়েই সঠিক ক্যারিয়ার নির্বাচন করা যায়।

শিক্ষক/শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন :

"চলো, এবার আমরা কয়েকটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব, যেগুলো তোমাদের নিজের উপযুক্ত ক্যারিয়ার বেছে নিতে সাহায্য করবে।"

এই পরিস্থিতিগুলি পড়ার পর তোমরা ভেবে দেখো এক্ষেত্রে কোন্ কোন্ ক্যারিয়ার নির্বাচন করা ঠিক হবে?

পরিস্থিতি ১

অর্পিতা একটি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। নবম শ্রেণিতে পড়ে এবং পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী ও মেধাবী। সে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করে এবং প্রায় সবসময়ই জয়ী হয়। তার বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতা এমনই যে, মাদ্রাসার যে কোনো অনুষ্ঠানের মঞ্চ উপস্থাপনার দায়িত্ব সাধারণত তাকেই দেওয়া হয়।

অর্পিতা সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে ভাবতে ভালোবাসে। ইতিহাস তার প্রিয় বিষয়, পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্যেও তার গভীর আগ্রহ রয়েছে। তবে তার শিক্ষিকা হওয়া বা সরকারি চাকরি করার দিকেই বাবা-মায়ের আগ্রহ বেশি। তারা চান মেয়ে ভবিষ্যতে পরীক্ষায় সফল হয়ে স্থায়ী চাকরি করুক।

কিন্তু অর্পিতার নিজস্ব ঝোঁক অন্য জায়গায়; রাজনীতির প্রতি তার গভীর টান তৈরি হয়েছে। সে মনে করে, রাজনীতির মাধ্যমে সমাজে প্রকৃত পরিবর্তন আনা সম্ভব, আর সেই পরিবর্তনের অংশ হতে সে চায়।

এই স্বপ্ন পরিবারের অনেকের পছন্দ নয়। বাড়িতে আর্থিক সঙ্কটও রয়েছে, তাই পরিবারের চাপ; সে যেন দ্রুত কোনও কাজ খুঁজে বের করে সংসারে সাহায্য করে।

এই পরিস্থিতিতে, অর্পিতার এক কাকা, যিনি বিদেশে থাকেন, তিনি পরামর্শ দেন "সোশাল অ্যানথ্রোপলজি" নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা করতে। তিনি স্কলারশিপের খোঁজও দিয়েছেন যাতে বিদেশে গিয়ে এই বিষয়ে উচ্চশিক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়।

সব দিক মিলিয়ে, অর্পিতা এখন এক মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে রয়েছে। সে বুঝতে পারছে না কোন্ পথে এগোবে; নিজের স্বপ্নের পথে, নাকি পরিবারের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি নিরাপদ ক্যারিয়ারে। যদিও মনে-প্রাণে সে জানে, তার আসল ইচ্ছা; একদিন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা এবং সমাজ পরিবর্তনের কাজ করা।

অর্পিতার কী করা উচিত?

- **মাদ্রাসা/ইস্কুল/কলেজে পড়ানো**
- **রাজনীতি**
- **সামাজিক বিষয়ে গবেষণা**
- **ডাক্তারি**
- **সাংবাদিকতা**
- **ব্যাবসা**

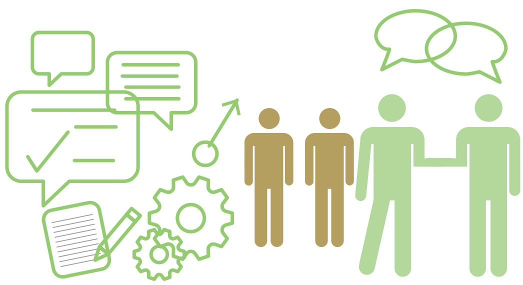

পরিস্থিতি ২

রূপম দশম শ্রেণির এক মনোযোগী ও মেধাবী ছাত্র। তার প্রিয় বিষয় হল বিজ্ঞান ও গণিত। এই দুই বিষয়ে তার গভীর আগ্রহ ও দক্ষতা রয়েছে।

রূপমের বাবা এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যান্ড-করা কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং উচ্চপদে সরকারি চাকরিও করতেন। পরে সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজেই একটি প্রিন্টিং টেকনোলজি-ভিত্তিক ব্যাবসা শুরু করেন। তাঁর ইচ্ছা, রূপম ভবিষ্যতে বিদেশে গিয়ে প্রিন্টিং টেকনোলজির উপর উচ্চশিক্ষা নেবে এবং দেশে ফিরে এসে পারিবারিক ব্যাবসার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেবে।

রূপমেরও বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার আগ্রহ আছে, তবে প্রিন্টিং টেকনোলজি বা ব্যাবসার প্রতি তার কোনও আকর্ষণ নেই। তার ভালো লাগে পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকা, জ্ঞানচর্চা করা। সে ভবিষ্যতে এমন এক পেশায় যেতে চায় যেখানে অধ্যয়ন ও গবেষণাই মূল কাজ।

এদিকে, রূপমের মা একজন ডাক্তার। তিনি চান ছেলে ডাক্তারি পড়ুক এবং ভবিষ্যতে চিকিৎসক হোক।

দু'জন অভিভাবকের দুই রকম প্রত্যাশা আর নিজের আগ্রহ; এই তিনের টানাপোড়েনে রূপম এখন নিজেকে কোন্ পথে চালাবে, তা ঠিক করা তার জন্য এক কঠিন সিদ্ধান্ত হয়ে উঠেছে।

রূপমের কী করা উচিত?

- ডাক্তারি
- সাংবাদিকতা
- গবেষণা
- অধ্যাপনা
- চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট
- হোটেল ম্যানেজার
- ইঞ্জিনিয়ার

পরিস্থিতি ৩

সোহিনী নবম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনায় সে খুব মেধাবী না হলেও দায়িত্বশীল ও শান্ত স্বভাবের। খেলাধুলা, গান, নাচ বা আঁকার প্রতি তার তেমন আগ্রহ নেই। সে খুব কম কথা বলে এবং স্বভাবতই লাজুক।

এই কারণেই তার বাবা-মা বেশ চিন্তিত। তারা চান সোহিনী ভবিষ্যতে চাকরির পরীক্ষায় বসে একটা স্থায়ী, সাধারণ চাকরি করুক। তবে সোহিনীর নিজের একটা স্বপ্ন আছে; সে ডাক্তার হতে চায়। মানুষের চিকিৎসা করার ইচ্ছেটা তার ছোটো থেকেই। কিন্তু সে জানে ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হতে যে নম্বর দরকার, সেটা পাওয়া তার পক্ষে বেশ কঠিন।

সোহিনীর একটা বিশেষ গুণ আছে, যেটা সে নিজেও খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে ভাবে না, আর অন্যরাও সেটাকে সহজেই চোখে দেখে না; কারও মন খারাপ থাকলে বা কেউ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হলে, সোহিনী খুব কোমলভাবে কথা বলে তাদের সান্ত্বনা দিতে পারে। সে মানুষের আচরণ ও অনুভূতির সূক্ষ্ম দিকগুলো গভীরভাবে লক্ষ করে এবং তা বুঝতেও ভালোবাসে।

এই সংবেদনশীলতা ও মানসিক সমঝোতার গুণ হয়তো একদিন সোহিনীকে এমন এক পথে নিয়ে যাবে, যেখানে সে তার মতো করেই মানুষকে সাহায্য করতে পারবে; হয়তো কাউন্সেলিং, সাইকোলজি বা সমাজসেবার মতো কাজে/ক্যারিয়ারে।

সোহিনীর কী করা উচিত?

- অভিনয়
- খেলাধুলা
- সরকারি চাকরি
- ডাক্তারি
- সাইকোলজিকাল কাউন্সেলিং
- আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা

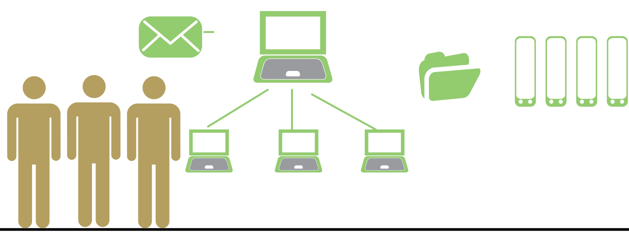

পরিস্থিতি ৪

রায়হান একজন কৌতূহলী, প্রাণবন্ত ও বহুমুখী আগ্রহসম্পন্ন ছাত্র। বর্তমানে সে দশম শ্রেণিতে পড়ে। পড়াশোনা ও খেলাধুলা; দুটির প্রতিই তার আন্তরিক ভালোবাসা রয়েছে।

তার পরিবারেও রয়েছে উচ্চপেশার প্রভাব; বাবা একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার, মা একজন ডাক্তার। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাবা চান রায়হান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে এম.বি.এ করে কর্পোরেট জগতে প্রতিষ্ঠিত হোক। আর মা চান সে ডাক্তারি পড়েই মানুষের সেবা করুক।

কিন্তু রায়হান এখনও নিজে নিশ্চিত নয়; সে ভবিষ্যতে কী হতে চায়। তার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পেশার প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। ছোটোবেলায় সে অ্যাকশন হিরো হওয়ার স্বপ্ন দেখত, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নায়কোচিত সংলাপ অনুশীলন করত। তখন তার বাবা-মা ভাবতেন, সে হয়তো একদিন বাণিজ্যিক ছবির নামকরা পরিচালক হবে!

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রতি তার কিছুটা আগ্রহ থাকলেও, সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ল্যাপটপে প্রোগ্রামিং করতে বসে থাকতে ভালোবাসে না। বরং তার কল্পনায় ঘোরাফেরা করে এক রেডিও জকির স্টুডিও কিংবা একজন ভ্রমণপ্রেমী প্রযোজকের জীবন, যিনি দেশ-বিদেশ ঘুরে নানা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছেন।

রায়হান নিজের আগ্রহ, কৌতূহল ও স্বপ্নগুলোর মধ্যে দিয়ে নিজের পথ খুঁজে চলেছে। সময়ের সঙ্গে হয়তো তার ভেতরের সত্যিকারের ইচ্ছা স্পষ্ট হয়ে উঠবে; একটি এমন ক্যারিয়ার যা শুধু সফলতা নয়, আনন্দও দেবে।

তাহলে রায়হানের কী হওয়া উচিত?

- ডাক্তার
- পাইলট
- ইঞ্জিনিয়ার
- টিভি অভিনেতা
- রেডিও জকি
- বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা

তুমি হলে কী করতে? রায়হানের জন্য কোন্ ক্যারিয়ারটি সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়?

পরিস্থিতি ৫

অনুষ্কা নবম শ্রেণির ছাত্রী। ছোটোবেলা থেকেই তার একটা স্বপ্ন; সে একদিন একজন রেডিও জকি (RJ) হবে। শব্দ, ভাষা আর কণ্ঠস্বরের জাদু দিয়ে মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তার ভিতর গভীরভাবে গাঁথা।

তার পরিবারেও সাংস্কৃতিক পরিবেশ রয়েছে। দিদি একজন কলেজের প্রফেসর, আর মা বাংলা গান শুনতে খুব ভালোবাসেন। অনুষ্কার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে ভাবতে তার মা এক শিক্ষক/শিক্ষিকাকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানান, যেন মেয়ে উপযুক্ত দিশা খুঁজে পায়।

অনুষ্কা বাংলা, ইংরেজি এবং ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী। নিয়মিত রেডিও শোনে এবং নিজেকে দক্ষ করে তুলতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার প্র্যাকটিস করে। সে টিভিতে খবর পাঠ এবং বিভিন্ন রিয়েলিটি শো খুব মন দিয়ে দেখে; উচ্চারণ, ভঙ্গি আর উপস্থাপনার কৌশল রপ্ত করার চেষ্টা করে।

ইংরেজি, নাটক ও সঙ্গীতের প্রতিও তার ঝোঁক রয়েছে। ইংরেজি সংবাদপত্র, ছোটোগল্প আর ম্যাগাজিন পড়ার মাধ্যমে সে নিজের ভাষাগত দখল ও বোধ বাড়াতে চায়।

তবে এত কিছুর প্রতি ভালো লাগা আর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও, অনুষ্কা এখনও নিজের ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে একেবারে নিশ্চিত হতে পারেনি। তার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও তার বহুমুখী আগ্রহের কারণে নির্দিষ্ট কোনও দিশা দেখাতে পারছেন না।

অনুষ্কা এখন এমন এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে, যেখানে তার কল্পনা ও বাস্তবতা মিশে গেছে; এবং সে নিজের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার উপায় খুঁজছে।

তাহলে অনুষ্কার কী হওয়া উচিত?

- মাদ্রাসা/স্কুল/কলেজে শিক্ষকতা
- টিভি অভিনেত্রী
- রেডিও জকি
- ডাক্তার
- সাংবাদিক
- অ্যাকাউন্ট্যান্ট
- সরকারি চাকরি

ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন অনুষ্কার জায়গায় তুমি হলে কী করতে? অনুষ্কার জন্য কোন্ ক্যারিয়ারটি সবচেয়ে উপযুক্ত মনে হয়?

কার্যক্রম ২ : হবি সম্পর্কিত কয়েকটি বাস্তব জীবনের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

আমরা প্রতিদিনের বেশিরভাগ সময়ই ব্যয় করি নিয়মিত ও প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে; যা সবসময় আমাদের পছন্দের নাও হতে পারে। কিন্তু অবসর সময় আমাদের জন্য এমন এক পরিসর, যেখানে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করার সুযোগ থাকে।

এই অবসরের মুহূর্তগুলোতেই অনেকেই গান শোনেন, বই পড়েন বা পছন্দের কোনও সৃজনশীল কাজে মগ্ন হয়ে যান। কেউ কেউ ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়েন পাহাড়ে ট্রেকিং করতে, কেউ যান পাখি দেখা বা ছবি তোলার জন্য প্রকৃতির মাঝে, আবার কেউ তুলি-রঙ নিয়ে বসে যান ছবি আঁকতে।

এইসবই আমাদের 'হবি' বা শখ;যা আমাদের আনন্দ দেয়, মন হালকা করে এবং অনেকক্ষেত্রে আত্ম-পরিচয়ের দিশাও দেখায়। শুধু তাই নয়, খেলাধুলা, গান, নাচ, অভিনয় বা ফটোগ্রাফির মতো বহু হবি ভবিষ্যতে ক্যারিয়ার হিসেবেও গড়ে তোলা যায়।

এই অধ্যায়ে আমরা কিছু হবি ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব, যা ছাত্রছাত্রীদের নিজের আগ্রহ ও সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে।

প্রক্রিয়া :

শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রথমেই ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করবেন, ''তোমরা 'হবি' বা শখ বলতে কী বোঝো?''

ছাত্রছাত্রীদের উত্তর শুনে তাদের উৎসাহিত করবেন নিজ নিজ খাতায় লেখার জন্য। লেখার নির্দেশনাটি হবে এমন: ''তোমরা তিনটি শখের কথা লেখো এবং ভেবে দেখো; কেন এই শখগুলো তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'' এই প্রসঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরবেন;

আমরা যখন নতুন কিছু জানার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাই, তখনই আমাদের আগ্রহ গড়ে ওঠে। পরিচয় ও অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক সময় বুঝতেই পারি না কোন্ বিষয় আমাদের ভালো লাগতে পারে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে :

উদয়, ক্লাস নাইনের এক ছাত্র, যার ক্লাসে একদিন অরুণ নামে এক নতুন ছাত্র ভর্তি হল। অরুণ খুব ভালো নাটক করে। ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরে উদয়ের মধ্যে নাটকের প্রতি কৌতূহল জন্ম নেয়। ধীরে ধীরে উদয় নিজেও নাটকে দক্ষ হয়ে ওঠে।

এই গল্পটি বোঝায় আগ্রহ ও দক্ষতা সময়ের সঙ্গে গড়ে ওঠে; শুধুমাত্র সঠিক সুযোগ ও পরিচয়ের মাধ্যমে। তাই নিজেদের জানার পরিধিকে সচেষ্টভাবে বিস্তৃত করাটাই সবচেয়ে জরুরি।

শিক্ষক-শিক্ষিকা বলবেন — ‘‘এবার আমরা ‘হবি’ বা শখ নিয়ে কিছু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে জানব। প্রতিটি কেস পড়ার পর সেই প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন থাকবে, যেগুলি তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।’’

পরিস্থিতি ১

অরিন্দম ছোটোবেলা থেকেই আঁকতে ভালোবাসে, বিশেষ করে কার্টুন আঁকায় তার গভীর আগ্রহ। সম্প্রতি সে একটি গোয়েন্দা গল্প পুরোপুরি কার্টুনের মাধ্যমে এঁকে ফেলেছে, যা তার সৃজনশীলতার পরিচয় দেয়।

অরিন্দমের বাবা নেই। সে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে, আর তার মা অন্য শহরে চাকরি করেন। অরিন্দমের মা চান তার ছেলে যেন ইঞ্জিনিয়ার হয়। একবার ছুটিতে বাড়ি এসে, মা যখন অরিন্দমের আঁকা গোয়েন্দা গল্পটি দেখলেন, তখন রীতিমতো বকাবকি করলেন; তাঁর মতে, এসব ‘অপ্রয়োজনীয়’ কাজে সময় নষ্ট করা একেবারেই উচিত নয়।

অরিন্দম পড়াশোনায় মাঝারি মানের ছাত্র। তার ইচ্ছা হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়াশোনা করার। একবার টিভিতে একটি অনুষ্ঠানে একজন আর্কিটেক্টকে দেখে তার সেই কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে আর্কিটেকচার পড়তে হলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে কমপক্ষে ৫৫% নম্বর থাকা প্রয়োজন, যা তার জন্য কঠিন।

তবে অরিন্দম থেমে যায়নি। সে নিজে উদ্যোগ নিয়ে জানতে পেরেছে যে হিউম্যানিটিজ নিয়ে পড়েও সে গ্রাফিক ডিজাইনার, ওয়েব ডিজাইনার বা গ্রাফিক আর্টিস্টের মতো ক্যারিয়ারে যেতে পারে। সে আরও জানতে পেরেছে যে আজকাল শুধু শিশুদের জন্য নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যও গ্রাফিক নভেল বা ইলাস্ট্রেটেড বইয়ের বিপুল জনপ্রিয়তা তৈরি হয়েছে।

অরিন্দম এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে; সে তার ভালোবাসার কাজ নিয়েই পড়াশোনা করবে এবং জীবনে সফল হয়ে তার মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে।

প্রশ্ন :

তোমার কী মনে হয়, অরিন্দমের অবসরের ‘হবি’ কি তার ক্যারিয়ার নির্বাচনে কোনো ভূমিকা নিয়েছে? তোমার মতামত লেখো।

পরিস্থিতি ২

পলাশ ছোটোবেলা থেকেই বন্দুক সম্পর্কে প্রবল আগ্রহী। প্রথম দিকে তার পরিবার এই আগ্রহকে শিশুসুলভ কৌতূহল হিসেবেই দেখেছিল। তাই তাকে খেলনা বন্দুক কিনে দিয়েছিল আদর করে। তারা ভেবেছিল, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ঝোঁকও কেটে যাবে।

কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকের প্রতি তার আগ্রহ আরও গভীর হতে থাকে। সে বিভিন্ন টিভি অনুষ্ঠান, বই, পত্রিকা; সব জায়গা থেকেই বন্দুক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করে। এতে তার পরিবারের মধ্যে দুশ্চিন্তা তৈরি হয়।

তবে পলাশের বন্দুকের প্রতি আগ্রহ শুধুই যান্ত্রিক ও কারিগরি দিক থেকে। সে একেবারেই হিংসাত্মক বা সহিংস মনোভাবের নয়। তাই সেনাবাহিনী বা পুলিশে যোগ দেওয়ার কথা তার মনে কখনও আসেনি।

পলাশ নিজেই খোঁজখবর নিয়ে জেনেছে যে কলকাতার কাশীপুরে একটি বন্দুক তৈরির কারখানা রয়েছে। তার ইচ্ছা একদিন সেখানে গিয়ে কাছ থেকে দেখা ও বোঝা, কীভাবে বন্দুক তৈরি হয়, কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন :

তোমার মতে, পলাশের এই কৌতূহল ও আগ্রহকে মাথায় রেখে তার কী ধরনের ক্যারিয়ার হওয়া উচিত?

টীকা (শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য) :

এই আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে সাহায্য করুন যে, কোনো বিষয়ের প্রতি আগ্রহ থাকা মানেই সেটা সরাসরি সেই বিষয়েই কাজ করতে হবে এমন নয়। তার কারিগরি, গবেষণা, ডিজাইন বা নিরাপত্তা সম্পর্কিত নানা দিক থেকেও ক্যারিয়ার বেছে নেওয়া যেতে পারে। চাইলে আমরা পলাশের উপযুক্ত কিছু সম্ভাব্য কাজের তালিকাও সাজিয়ে দিতে পারি।

পরিস্থিতি ৩

অনুপমা দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার পরিবার আর্থিকভাবে সচ্ছল এবং সবাই তার প্রতি অনেক প্রত্যাশা রাখে। সে পড়াশোনায় অত্যন্ত মেধাবী; প্রায় প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম হয়। তাই পরিবার এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকারা বিশ্বাস করেন, অনুপমা ভবিষ্যতে জীবনে অনেক বড়ো কিছু অর্জন করবে।

কিন্তু অনুপমার নিজের মনে এক ভিন্ন স্বপ্ন গড়ে উঠছে; তার প্রবল আগ্রহ অভিনয়ের প্রতি। সে নাচতেও খুব ভালো পারে এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও অভিব্যক্তি অনুশীলন করতে ভালোবাসে। সে বিশ্বাস করে, তার মধ্যে একজন অভিনেত্রী হয়ে ওঠার প্রতিভা আছে।

অনুপমা ইন্টারনেট ঘেঁটে জেনেছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় পেশাদার অভিনয় শেখানোর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে অনেক মেধাবী তরুণ-তরুণী প্রশিক্ষণ নেয়। তারও ইচ্ছা এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে গিয়ে নিজের দক্ষতা বাড়ানোর।

তবে এই বিষয়ে তার পরিবার একেবারেই অনুৎসাহী। তারা চায় অনুপমা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোনো 'স্থায়ী' ক্যারিয়ার বেছে নিক; এমন কিছু, যেটা সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দেবে।

প্রশ্ন :

তোমার মতে, অনুপমা কি তার এই আগ্রহ ও স্বপ্নকে জীবনের মূল ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নেবে, নাকি অন্য কোনো পেশার পাশাপাশি অভিনয়কে ধীরে ধীরে গড়ে তুলবে? কীভাবে সে তার স্বপ্ন ও বাস্তবতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারে?

টীকা (শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য) :

এই গল্পটি আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন, আগ্রহ, পারিবারিক প্রত্যাশা এবং বাস্তবতা; এই সমস্ত কিছুর মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার গুরুত্ব বোঝাতে পারেন। চাইলে আমি সম্ভাব্য সমাধান বা বিকল্প পথও সাজিয়ে দিতে পারি।

পরিস্থিতি ৪

শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন, "এইবার আমরা এমন একজনের গল্প জানব, যিনি ছোটোবেলার শখকে ক্যারিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছেন"।

সম্পূর্ণা ছোটোবেলা থেকে পুতুল খেলতে ভালোবাসত। কিন্তু ওর পরিবার নিম্ন-মধ্যবিত্ত হওয়ায় বাবা-মা সব সময় নতুন পুতুল কিনে দিতে পারতেন না। তাই সম্পূর্ণা মেলায় গিয়ে নানা ধরনের পুতুল দেখে কৌতূহল নিয়ে হাতে তুলে নিত, খুঁটিয়ে দেখত কীভাবে বানানো হয়েছে। বাড়িতে সে মাটি, কাপড়, তুলো ইত্যাদি দিয়ে নিজেই পুতুল বানানোর চেষ্টা করত।

কিছুটা বড়ো হয়ে সে নিজেই খরচ বাঁচিয়ে একটি সফট টয় বানানোর কোর্স করে। তারপর একে একে নিজের বানানো খেলনা বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পাঠাতে শুরু করে। আশ্চর্যের বিষয়, অনেকেই ওর পুতুল পছন্দ করে কিনতে শুরু করে। ধীরে ধীরে এই কাজ থেকে উপার্জন করে সংসারেও সাহায্য করতে থাকে।

এরপর সে একটি ছোটো কারখানা চালু করে, যেখানে কয়েকজনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে নিযুক্ত করে। পরবর্তীকালে সম্পূর্ণা বুঝতে পারে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাই সে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করে।

আজ ওর বানানো সফট টয় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও বিক্রি হচ্ছে।

প্রশ্ন :

তোমার মতে, সম্পূর্ণার শখ তার ক্যারিয়ার গঠনে কীভাবে সাহায্য করেছে? এটি কি একটি সফল ক্যারিয়ার বেছে নেওয়ার উদাহরণ হতে পারে?

পরিস্থিতি ৫

সৌম্য শোভাবাজারের একটি মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে বড়ো হয়েছে। সে পরিবারের সবাইকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতে পছন্দ করে তার দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে। তারা অসুস্থ হলে সৌম্য সবসময় পাশে থাকে।

দাদুর সঙ্গে সে মাঝে মাঝে একটি বৃদ্ধাশ্রমেও যেত। সেখানে থাকা মানুষদের সঙ্গে গল্প করা, তাদের কথা মন দিয়ে শোনা; এসব সৌম্যর খুব ভালো লাগত।

উচ্চমাধ্যমিকে ৮৫% পেয়ে সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা (জার্নালিজম) নিয়ে পড়তে যায় এবং পরে মাস্টার্স করে। বর্তমানে কলকাতার একটি নামকরা সংবাদপত্রে কাজ করছে।

তার ব্যস্ত জীবনের মাঝেও সে সময় বের করে সেই বৃদ্ধাশ্রমে যায়। একবার সে বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দাদের নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখে, যেটি পাঠকদের মনে দাগ কাটে। সেই লেখার জন্য সে বছর 'বেস্ট জার্নালিস্ট' পুরস্কারও পায়।

এই স্বীকৃতি সৌম্যকে আরও বেশি অনুপ্রেরণা দেয় তার কর্মজীবনে।

প্রশ্ন :

সৌম্যর অবসরের সময় কাটানোর অভ্যাস কীভাবে তার ক্যারিয়ারের তাকে বিশেষ স্বীকৃতি এনে দিল? এই অভ্যাস কি ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে?

পরিস্থিতি ৬

শাওন নবম শ্রেণির ছাত্র সে ছোটোবেলা থেকেই ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি খুলে দেখার, ভাঙার ও জোড়া দেওয়ার প্রতি বেশ আগ্রহী। ঘরে খারাপ হয়ে যাওয়া রিমোট, ঘড়ি বা টর্চলাইট সে নিজেই খুলে খতিয়ে দেখে এবং অনেক সময় ঠিক করেও ফেলে। তার এই আগ্রহ দেখে পাড়া-প্রতিবেশীরাও মাঝে মাঝে ছোটোখাটো জিনিস ঠিক করিয়ে নেয়।

তবে, পড়াশোনার দিকে শাওন মাঝারি মানের ছাত্র। তার বাবা একজন গাড়ি মেকানিক, আর মা গৃহবধূ। বাবা চান শাওন পড়াশোনা করে 'ভালো চাকরি' করুক, যেন তার মতো কষ্ট না করতে হয়। কিন্তু শাওনের স্বপ্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করা, সে মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রনিকস নিয়ে কোনো ভোকেশনাল কোর্স করতে চায়।

সে ইন্টারনেট ঘেঁটে জানতে পেরেছে, পলিটেকনিক কলেজে সে ডিপ্লোমা কোর্স করতে পারে। কিন্তু বাবা-মা এখনও চান সে মাধ্যমিকের পরে উচ্চমাধ্যমিক এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক।

প্রশ্ন:

তোমার মতে শাওনের 'হবি' তার ভবিষ্যতের ক্যারিয়ারের সঙ্গে কীভাবে জুড়ে যেতে পারে? শাওনের পরিবার যে রাস্তায় যেতে বলছে, সেটি কি তার আগ্রহের সঙ্গে মানানসই? শাওন কীভাবে তার আগ্রহ এবং পরিবারিক প্রত্যাশার মধ্যে একটা সমন্বয় করতে পারে বলে তোমার মনে হয়? তুমি কি কখনও এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছ, যেখানে নিজের আগ্রহ ও পরিবারের ইচ্ছার মধ্যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে?

কার্যক্রম ৩ : ‘‘আমার পছন্দ, আমার ক্যারিয়ার’’

প্রক্রিয়া :

- ছাত্রছাত্রীদের বলুন তারা যেন নিজেদের শখ বা হবি-র একটা তালিকা করে এবং চিন্তা করে এই হবিগুলো কোনো ক্যারিয়ারের রূপান্তরিত হতে পারে কি না। প্রত্যেকে নিজের একটি শখ বেছে নেবে এবং বলবে , কেন এটি তার প্রিয়? ভবিষ্যতে কীভাবে এটি থেকে ক্যারিয়ার গড়ে তোলা সম্ভব?
- ছোটো ছোটো গ্রুপে ভাগ হয়ে তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন শেয়ার করবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা গ্রুপের আলোচনায় অংশ নেবেন এবং গাইড করবেন।

উদ্দেশ্য :

ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের শখ, দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করার উৎসাহ দেওয়া।

অধ্যায় ৬

ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান

ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান

ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের আগ্রহ, দক্ষতা ও ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অনুযায়ী ক্যারিয়ার বেছে নিতে সাহায্য করা খুবই জরুরি। এজন্য দরকার তারা যেন বিভিন্ন আকর্ষণীয় ক্যারিয়ার ও সেইসব ক্যারিয়ারের সঙ্গে জড়িত পড়াশোনা, প্রশিক্ষণ ও জীবিকার সুযোগ সম্পর্কে সঠিক ও বাস্তবসম্মত তথ্য জানতে পারে।

কার্যক্রম ১ : আকর্ষণীয় ক্যারিয়ারের প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা

প্রক্রিয়া :

ছাত্রছাত্রীদের জানান যে, ক্যারিয়ার বিষয়ে তথ্য জানার জন্য বিশেষ কিছু ক্যারিয়ার পোর্টাল আছে, যেগুলোর থেকে তারা বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানতে পারবে।

- ছাত্রছাত্রীদের ৫-৬টি দলে ভাগ করুন।
- প্রতিটি দল একটি করে ক্যারিয়ার বেছে নেবে — হয় ক্যারিয়ার কার্ড দেখে, নয়তো পোর্টাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।
- দলটি সেই ক্যারিয়ার সম্পর্কে নীচের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি খুঁজে বার করবে।
- পরে এক দল অন্য দলের কাছে প্রশ্ন করবে; যেন একে অপরের কাছ থেকেই বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানার সুযোগ তৈরি হয়।

১. ক্যারিয়ারে নাম এবং মূল কাজ কী? (এই ক্যারিয়ারের একজন মানুষ প্রতিদিন ঠিক কী কাজ করেন?)

২. এই ক্যারিয়ারের যেতে হলে ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা কী প্রয়োজন?

৩. একাদশ শ্রেণিতে কোন্ কোন্ বিষয় বেছে নিতে হবে এই ক্যারিয়ারের জন্য?

৪. এই ক্যারিয়ারের গড় বেতন বা মাসিক আয় কত হতে পারে?

৫. এই বিষয়ে পড়ার জন্য অন্তত ২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি কলেজ বা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম।

৬. কাজের পরিবেশ কেমন হয়? (যেমন — অফিসে না ফিল্ডে, কম্পিউটারের সামনে না বাইরে ইত্যাদি)

৭. উন্নতির সম্ভাবনা বা অগ্রগতির পথ কেমন? (যেমন — প্রমোশন, উচ্চতর প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)

৮. চাকরি বা কর্মসংস্থান কোথায় পাওয়া যেতে পারে? (সরকারি, বেসরকারি, দেশ বা বিদেশে)

নীচে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পোর্টালের লিঙ্ক দেওয়া হল, যেগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের দেখাতে ও ব্যবহার করতে উৎসাহিত করবেন :

- Vikramshila Career Portal : https://vikramshila.org/cc/home
- WB Career Portal : https ://wbcareerportal.in

কার্যক্রম ২ : ‘‘আমার ক্যারিয়ার, আমার কর্মজীবন’

উদ্দেশ্য :

ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ ও সাইকোমেট্রিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পছন্দের ক্যারিয়ার সম্পর্কে গভীর ও বাস্তবসম্মত তথ্য অনুসন্ধানের অভ্যাস গড়ে তোলা।

প্রয়োজনীয় উপকরণ :

- প্রিন্ট করা ক্যারিয়ার কার্ড (যেখানে বিভিন্ন কাজের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আছে)
- Vikramshila Career Portal : https://vikramshila.org/cc/home
- WB Career Portal : https ://wbcareerportal.in

- কর্মপত্র, নোটবুক
- চার্টপেপার, কলম ও মার্কার

প্রক্রিয়া :

- ছাত্রছাত্রীদের প্রথমে বোঝান যে ক্যারিয়ার নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং এটি জানতে হলে আমাদের সেই পেশার সম্পর্কে অনেক তথ্য জেনে নিতে হবে।
- প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে নিজের পছন্দমতো দুটি ক্যারিয়ার বেছে নিতে বলুন।
- এরপর নীচে দেওয়া প্রশ্নগুলি অনুসারে প্রতিটি ক্যারিয়ারের তথ্য ক্যারিয়ার কার্ড বা পোর্টাল ব্যবহার করে খুঁজে বার করতে বলুন।
- সবাইকে নিজের হাতে নোট তৈরি করতে উৎসাহিত করুন।

নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রতিটি ক্যারিয়ার সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে লিখি :

প্রশ্ন	পেশা ১	পেশা ২
ক্যারিয়ারের নাম কী?		
এই ক্যারিয়ারে একজন মানুষ কী কী কাজ করেন?		
এই ক্যারিয়ারে যেতে হলে কোন্ স্ট্রিম (Science/Arts/Commerce/Vocational) নির্বাচন করা উচিত?		
এই বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য ২টি সরকারি কলেজের নাম		
২টি বেসরকারি কলেজ/প্রতিষ্ঠানের নাম		
শুরুর গড় বেতন কত? (মাসিক বা বার্ষিক)		
কাজের পরিবেশ কেমন? (অফিস, মাঠে, প্রযুক্তিনির্ভর, ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি)		
এই ক্যারিয়ারে কেমন অগ্রগতির সুযোগ আছে? (প্রমোশন, বিশেষ প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)		
এই ক্যারিয়ারে চাকরির সুযোগ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? (সরকারি, বেসরকারি, দেশ/বিদেশ)		

- প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তার দুটি ক্যারিয়ার সম্পর্কে তৈরি করা তথ্য শ্রেণির সামনে ছোট্ট করে উপস্থাপন করবে। চাইলে ২-৩ জনে দল করেও উপস্থাপন করা যেতে পারে।
- শিক্ষক নীচের দিকগুলি দেখে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাজ মূল্যায়ন করতে পারেন :
  - তথ্য কতটা সঠিকভাবে সংগ্রহ করেছে
  - নিজের ভাষায় লিখেছে কি না
  - তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছে কি না
  - উপস্থাপনায় আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছে কি না

"ক্যারিয়ার গ্যালারি ওয়াক"

ছাত্রছাত্রীরা তাদের এই কাজটি চার্ট পেপারে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করবে এবং 'ক্যারিয়ার হাব'-এ প্রদর্শনের জন্য জমা দেবে। প্রতিটি কাজ দেয়ালে টাঙানো হবে, যাতে সবাই ঘুরে ঘুরে একে অপরের কাজ দেখতে পারে। এই আয়োজনকে "ক্যারিয়ার গ্যালারি ওয়াক" বলা হবে; যেখানে অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাও অংশ নেবেন এবং সবাই মিলে একে অপরের ক্যারিয়ার বিষয়ক অনুসন্ধান ও উপস্থাপনা সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবেন।

কার্যক্রম ৩ : ক্যারিয়ার অনুসন্ধান ও শ্রেণিকক্ষ উপস্থাপনা

ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন ডোমেন থেকে ক্যারিয়ার বাছাই ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্যারিয়ারের বৈচিত্র্য বোঝার সুযোগ করে দেওয়া দরকার। তার জন্য আমরা নীচের কাজটি করতে পারি :

প্রক্রিয়া :

ধাপ ১ : ক্যারিয়ার অনুসন্ধান ও চার্ট তৈরি (দলগত কাজ)

- শ্রেণিকে ৪টি দলে ভাগ করুন।
- প্রতিটি দলকে ২টি করে ডোমেন (যেমন : বিজ্ঞান ও বাণিজ্য / সাধারণ ও আতিথ্য) দিন।
- দলগুলোকে Career Cards, এবং Vikramshila Portal ব্যবহার করে তাদের 'ডোমেন' অনুযায়ী কমপক্ষে ১০টি ক্যারিয়ার বেছে নিতে বলুন, যেগুলো সংশ্লিষ্ট বুদ্ধিমত্তা বা আগ্রহের সাথে মেলে।
- কাজটির জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।
- এরপর তারা একটি চার্টে এই তথ্যগুলো নোট করবে এবং সেই অনুযায়ী শ্রেণিতে একটি ছোটো উপস্থাপনা করবে।

ধাপ ২ : নতুন ক্যারিয়ার বেছে নিয়ে বিশ্লেষণ

- প্রতিটি দল তাদের বাছাই করা তালিকা থেকে ২টি এমন ক্যারিয়ার বেছে নেবে, যা বেশিরভাগ সদস্যের কাছে নতুন বা অজানা।
- নীচের পয়েন্টগুলির ভিত্তিতে এই ২টি ক্যারিয়ারের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করবে :
  - ক্যারিয়ারের নাম ও কাজ
  - ন্যূনতম যোগ্যতা
  - একাদশ শ্রেণিতে কোনো বিষয় বেছে নিতে হবে
  - গড় বেতন
  - সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থার নাম
  - কাজের পরিবেশ
  - ক্যারিয়ার গ্রোথ ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র
- দলগুলো তাদের তথ্য শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে।

ধাপ ৩ : প্রতিক্রিয়া ও আলোচনা

শিক্ষক-শিক্ষিকা প্রশ্ন করবেন যে, এইসব ক্যারিয়ারের মধ্যে ক'টি আগে জানত? এত নতুন তথ্য পেয়ে কেমন লাগছে? ছাত্রছাত্রীদের তাদের প্রতিক্রিয়া ডায়েরিতে লিখে রাখতে বলুন।

ধাপ ৪ : বিভাগভিত্তিক ক্যারিয়ার তালিকা তৈরি

এবার শ্রেণিকক্ষকে ৫টি বিভাগে ভাগ করুন :

	বিজ্ঞান (Science)	বৃত্তিমূলক (Vocational)	বাণিজ্য (BFSI)	আতিথেয়তা (Hospitality)	সাধারণ (General)

- প্রতিটি দল তাদের বিভাগ অনুযায়ী কমপক্ষে ১০টি ক্যারিয়ার বেছে নেবে ও ডায়েরিতে নোট করবে। দলগুলোকে বোর্ডে তাদের পেশাগুলোর তালিকা লিখতে বলুন।

উদাহরণস্বরূপ টেবিল :

বিভাগ	ক্যারিয়ার ১	ক্যারিয়ার ২	ক্যারিয়ার ৩	ক্যারিয়ার ৪	ক্যারিয়ার ৫	ক্যারিয়ার ৬	ক্যারিয়ার ৭	ক্যারিয়ার ৮	ক্যারিয়ার ৯	ক্যারিয়ার ১০
বিজ্ঞান										
বাণিজ্য										
বৃত্তিমূলক										
আতিথ্য										
সাধারণ										

ধাপ ৫ : চিন্তাভাবনা ও ভুল ধারণা ভাঙা

- ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে হবে; শুধু বিজ্ঞান নয়, অন্যান্য স্ট্রিম থেকেও প্রচুর ক্যারিয়ার বিকল্প আছে।
- ক্যারিয়ার নির্বাচন করার সময় মূলত বিবেচনা করতে হবে : আগ্রহ, দক্ষতা, মূল্যবোধ, শেখার ধরন
- উদাহরণ দিন :
    - কেউ যদি রান্না করতে ভালোবাসে, তবে সে শেফ, বেকারি, চকলেটিয়ার, ফুড স্টাইলিস্ট হতে পারে।
    - কেউ যদি ছবি আঁকতে ভালোবাসে, তবে সে হতে পারে গ্রাফিক ডিজাইনার, অ্যানিমেটর, ইলাস্ট্রেটর।
    - পশু ভালোবাসলে হতে পারে ভেটেরিনারিয়ান বা অ্যানিম্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট।
- ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করুন যেন তারা এই আলোচনা থেকে পাওয়া তথ্য ও নিজ নিজ ভাবনা ডায়েরিতে নোট করে।

এই সেশন শেষে ছাত্রছাত্রীরা ক্যারিয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও আত্মবিশ্বাসী ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে।

কার্যক্রম ৪ : ক্যারিয়ার কার্ড পরীক্ষা করা

প্রক্রিয়া :

- ছাত্রছাত্রীদের ৫-৬ জনের ছোটো ছোটো দলে ভাগ করুন।
- প্রতিটি দলকে একটি নির্দিষ্ট ক্যারিয়ার কার্ডের সেট দেওয়া হবে, যেগুলোতে বিভিন্ন ক্যারিয়ারের নাম, কাজের ধরন, যোগ্যতা, আয় ইত্যাদি তথ্য থাকবে।
- প্রতিটি দল তাদের পাওয়া কার্ড ১০ মিনিট ধরে পর্যবেক্ষণ করবে এবং আলোচনা করবে।
- ১০ মিনিট পর, প্রতিটি দল তাদের কার্ড সেটটি বাম দিকের দলের সঙ্গে বদলাবে।
- এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ না প্রতিটি দল সব কার্ডের সেট ঘুরিয়ে দেখে নেয়।
- সব দল কার্ড দেখা শেষ করার পর, শিক্ষকেরা ক্যারিয়ার সম্পর্কিত তথ্যের উপর ভিত্তি করে একটি ছোটো কুইজ নেবেন।
- কুইজে বিভিন্ন কার্ড থেকে প্রশ্ন আসবে, যেমন :
- স্থানীয় ভ্রমণ কোন্ কাজের অংশ?
- ‘ইলাস্ট্রেটর’ হওয়ার জন্য কী ধরনের দক্ষতা দরকার?”
- “কোন্ দুটি ক্যারিয়ারে কম্পিউটার ব্যবহারের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি?” ইত্যাদি।
- কুইজটি করা যেতে পারে: দলগতভাবে (প্রতিটি দল উত্তর দেবে), অথবা
- ব্যক্তিভিত্তিক (সবার অংশগ্রহণ বাড়াতে)।

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা মজার ছলে অনেকগুলো ক্যারিয়ারের তথ্য জানবে এবং একে অপরের সঙ্গে আলোচনা করে শিখবে।

এখানে একটি নমুনা ক্যারিয়ার কুইজ প্রশ্নপত্র দেওয়া হল :

শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্নটি পড়বেন এবং দল বা ব্যক্তিভিত্তিকভাবে উত্তর সংগ্রহ করতে পারেন অথবা ছাত্রছাত্রীদের দলে ভাগ করেও করানো যেতে পারে।

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১. নীচের কোন্ ক্যারিয়ারে মূলত কম্পিউটার ব্যবহার করে ডিজাইন করতে হয়?

ক) নার্স খ) গ্রাফিক ডিজাইনার গ) শিক্ষক ঘ) কাঠমিস্ত্রি

২. একজন শেফ হতে গেলে নীচের কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া ভালো?

ক) ইলেকট্রনিকস খ) অ্যাকাউন্টিং গ) হোটেল ম্যানেজমেন্ট ঘ) কৃষি

৩. নীচের কোন্ ক্যারিয়ারটি ফিল্ড ওয়ার্ক নির্ভর?

ক) সাইকোলজিস্ট খ) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্টিস্ট গ) চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট ঘ) ওয়েব ডেভেলপার

৪. ক্যারিয়ার নির্বাচন করার সময় কোন্‌টি গুরুত্বপূর্ণ নয়?

ক) নিজের আগ্রহ খ) বন্ধু কী বলেছে গ) নিজের দক্ষতা ঘ) ভবিষ্যতের সুযোগ

৫. নীচের কোন্ ক্যারিয়ারের জন্য একাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান (Biology) নেওয়া জরুরি?

ক) অ্যাকাউন্টেন্ট খ) সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার গ) ডাক্তার ঘ) গ্রাফিক ডিজাইনার

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬. একজন ট্যুর গাইড কী ধরনের পরিবেশে কাজ করেন?

৭. কোন্ ক্যারিয়ারে মানুষ গান বা সংগীত নিয়ে কাজ করেন?

৮. দুইটি ক্যারিয়ারের নাম লেখো যেখানে সরকারি চাকরির সুযোগ আছে।

৯. একজন ডিজিটাল মার্কেটার হওয়ার জন্য কোন্ কোন্ দক্ষতা দরকার?

১০. এমন একটি ক্যারিয়ারের নাম লেখো যা তোমার আগে জানা ছিল না, কিন্তু এখন আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

উত্তরের চেকলিস্ট

প্রশ্ন নম্বর	সঠিক উত্তর
১	খ) গ্রাফিক ডিজাইনার
২	গ) হোটেল ম্যানেজমেন্ট
৩	খ) এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্টিস্ট
৪	খ) বন্ধু কী বলেছে
৫	গ) ডাক্তার
৬	ভ্রমণ বাইরে বা ফিল্ডে কাজ
৭	সঙ্গীতশিল্পী, মিউজিক প্রডিউসার, গায়ক
৮	শিক্ষক, পুলিশ, ডাক্তার (সরকারি হাসপাতাল), সরকারি প্রকৌশলী
৯	সোশ্যাল মিডিয়া জ্ঞান, কন্টেন্ট লেখা, বিশ্লেষণ ক্ষমতা
১০	(ছাত্রছাত্রীর উত্তরের উপর নির্ভরশীল)

অধ্যায় ৭

মাদ্রাসায় পরিচালিত কার্যক্রম

মাদ্রাসায় পরিচালিত কার্যক্রম

শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিলে ক্যারিয়ার ক্লাব, ক্যারিয়ার হাব, ক্যারিয়ার মেলা ও অভিভাবক-শিক্ষক সভার অর্থাৎ PTM আয়োজন করবেন। তার বাস্তবায়নের পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হয়েছে।

ক. ক্যারিয়ার ক্লাব :

১. মাদ্রাসায় একটি ক্যারিয়ার ক্লাব গঠন করতে নিম্নলিখিত কাঠামো গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ক্লাবের শীর্ষে থাকবেন মাদ্রাসার প্রধান। তাঁর অধীনে থাকবেন ক্যারিয়ার গাইড (নোডাল শিক্ষক/শিক্ষিকা)। ছাত্র-প্রতিনিধি থাকবে মোট ৬ জন :

- অষ্টম শ্রেণি : ১ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী
- নবম শ্রেণি : ১ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী
- দশম শ্রেণি : ১ জন ছাত্র ও ১ জন ছাত্রী

এছাড়াও ২ জন অভিভাবক-প্রতিনিধি ক্লাবের অংশ হবেন।

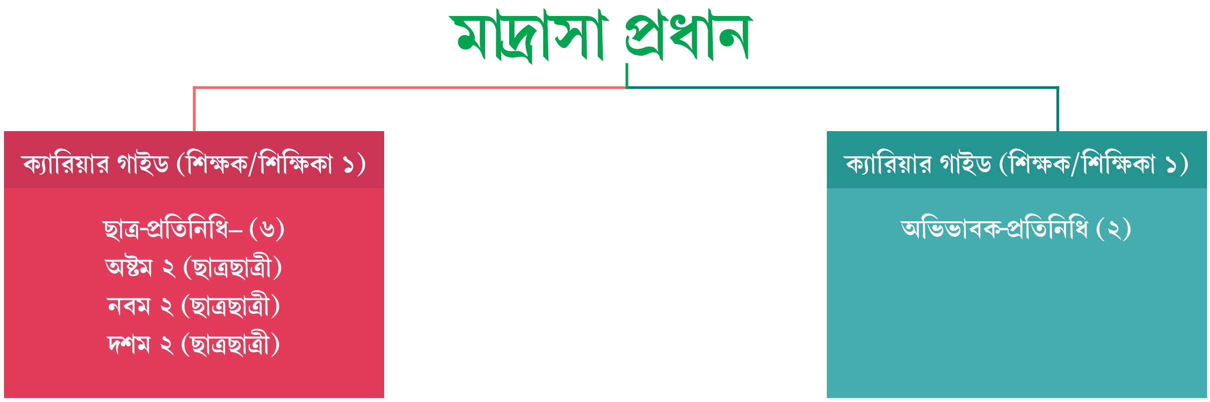

২. ক্যারিয়ার ক্লাবের সভা প্রতি ১৫ দিনে অন্তত একবার হওয়া উচিত। ছাত্র-প্রতিনিধিরা সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করবে।

৩. প্রতি সপ্তাহে একবার প্রার্থনা সভার সময় একটি নির্দিষ্ট ক্যারিয়ারের উপর আলোকপাত করা যেতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা সেই ক্যারিয়ারের অনুরূপ পোশাক পরে, চার্ট তৈরি করে কিংবা ছোটো নাটকের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে।

৪. ক্যারিয়ারভিত্তিক বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিযোগিতা আয়োজন করা যেতে পারে, যেমন :

- পোস্টার তৈরি
- স্লোগান লেখা
- চিত্রাঙ্কন, আলপনা,
- কুইজ
- কোলাজ
- মাইম, রোল-প্লে ও নাটক

৫. ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবনের সঙ্গে পরিচয় করাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রের সফল ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে, যেমন :

- মাদ্রাসার প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী
- সরকারি কর্মকর্তা
- স্থানীয় ব্যবসায়ী
- ব্যাংক কর্মী (ব্যাংকের চাকরি ও শিক্ষাঋণের তথ্য প্রদান করবেন)
- NSQF ও NSDC-এর প্রতিনিধিরা
- এছাড়াও মাদ্রাসার আশেপাশের ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান ও অফিসে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৬. ক্যারিয়ার গাইডদের দায়িত্ব হবে ক্যারিয়ার হাবে আগত ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের তথ্য সংরক্ষণ করা এবং সকল কার্যক্রমের একটি লগবুক রাখা।

৭. শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা ক্যারিয়ার গাইডের ভূমিকা পালন করবেন, তাদের উচিত RIASEC পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী শ্রেণি ও বিভাগভিত্তিক সব ছাত্রছাত্রীর তথ্য রেকর্ড করে রাখা।

শ্রেণি :	বিভাগ :		
ছাত্র/ছাত্রীর নাম :	পেশাগত গ্রুপ – ১	পেশাগত গ্রুপ – ২	পেশাগত গ্রুপ – ৩

৮. যে-কোনো ক্যারিয়ার তথ্যের জন্য একটি করে চার্ট তৈরি করে নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কাজ করুন।

৯. প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্টুডেন্ট প্রোফাইলে কমপক্ষে ৩টি ক্যারিয়ার পরিকল্পনা থাকতে হবে, এটি তাদের পথ দেখাবে।

১০. একাদশ শ্রেণিতে তাদের পছন্দের বিষয় ধারা নির্বাচন করে নিতে হবে।

১১. পেশাদার প্রতিষ্ঠান, কলেজ, আইটিআই ভর্তি প্রক্রিয়া, উপলব্ধ বৃত্তি এবং পলিটেকনিকের জন্য CUET/JEE/CUP-এর মতো পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে।

১২. ফর্ম পূরণের অনুশীলন করতে হবে ।

১৩. উপলব্ধ রাষ্ট্রীয়/বেসরকারি বৃত্তি এবং ছাত্রঋণ সম্পর্কে গবেষণা করতে হবে।

১৪. ক্যারিয়ার ক্লাবের সদস্যদের ক্যারিয়ার মেলা আয়োজনে সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা উচিত।

১৫. নোডাল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্রছাত্রীদের কার্যকলাপগুলি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ রাখতে হবে।

খ. ক্যারিয়ার হাব :

ক্যারিয়ার হাব হল মাদ্রাসার একটি নির্দিষ্ট ঘর বা কোণ, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা পেশাভিত্তিক বিভিন্ন তথ্য পেতে পারে এবং নিজের আগ্রহ অনুযায়ী ক্যারিয়ার অন্বেষণ করতে পারে। এটি একটি সহায়ক, তথ্যসমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় পরিবেশ হিসেবে গড়ে তুলতে নীচের ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে :

১. ক্যারিয়ার হাবকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে সেখানে পোস্টার, ক্যারিয়ার কার্ড এবং অন্যান্য মুদ্রিত উপাদান ব্যবহার করে নানা কর্মক্ষেত্র সম্পর্কিত একটি শিক্ষণীয় পরিবেশ তৈরি হয়।

২. এটি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে, যেখানে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে।

৩. ঘরের এক কোণে একটি কাউন্সেলিং ডেস্ক রাখা যেতে পারে, যেখানে দুটো চেয়ার থাকবে; একটি ছাত্রের জন্য এবং একটি শিক্ষক/কাউন্সেলরের জন্য।

৪. হাবে শুধু পোস্টার বা কার্ডই নয়, বরং সংবাদপত্র, পত্রিকা ও ম্যাগাজিন থেকে সংগ্রহ করা চাকরি ও ক্যারিয়ার-সম্পর্কিত তথ্যও রাখা যেতে পারে।

৫. এসব তথ্যের ভিত্তিতে একটি "মডেল কর্নার" তৈরি করা যেতে পারে, যেখানে রিয়েল-লাইফ ক্যারিয়ার অপশনগুলোর ভিজ্যুয়াল উপস্থাপন থাকবে।

৬. কলেজ, আইটিআই, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করে একটি বোর্ডে টাঙানো উচিত, যেন শিক্ষার্থীরা সহজেই দেখতে পায়।

৭. সরকারি ও বেসরকারি বৃত্তির তালিকা হাবে ঝুলিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং নিয়মিত হালনাগাদ রাখা উচিত।

৮. ছাত্রছাত্রীদের ক্যারিয়ার সম্পর্কিত প্রশ্ন লিখে রাখার জন্য একটি প্রশ্ন বাক্স রাখা যেতে পারে। শিক্ষকরা সময়মতো সেগুলো দেখে উত্তর দেবেন।

৯. একটি ভিজিট লগবুক রাখা দরকার, যেখানে হাবে আগত ছাত্রছাত্রীরা তাদের নাম লিখে যাবেন এবং হাবে কী শিখল, তাও লিখতে পারে।

১০. সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়মিত ক্যারিয়ার হাব পরিদর্শন করা উচিত এবং অভিভাবকদের সাথেও এসব তথ্য ভাগ করে নেওয়া দরকার।

১১. ছাত্রছাত্রীদের বলা যেতে পারে যে তারা বিভিন্ন ক্যারিয়ার নিয়ে গবেষণা করবে এবং সেই তথ্য নিয়ে পোস্টার তৈরি করবে।

১২. 'স্ট্রিমওয়াইজ রোড ম্যাপ' বা কোন্ বিষয়ের ছাত্র কোন্ কোন্ ক্যারিয়ারের যেতে পারে, তা বোঝানোর জন্য একটি ভিজ্যুয়াল পোস্টার বানিয়ে হাবে টাঙানো যেতে পারে।

১৩. অভিভাবকদের ক্যারিয়ার হাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে। চাইলে PTM-এর সময় অভিভাবকদের হাব পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ছাত্র-প্রতিনিধিরা নিজে থেকেই তাদের অভিভাবকদের হাবে নিয়ে যেতে পারে।

১৪. ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেওয়া উচিত তারা হাবে যেন অংশগ্রহণ করা প্রতিটি কার্যক্রম ''পেশার দিশা ডায়েরি''তে লিখে রাখে।

একটি ক্যারিয়ার হাব কেবল তথ্যভিত্তিক জায়গা নয়, বরং এটি এমন একটি প্রাণবন্ত ও রঙিন স্থান হওয়া উচিত, যেখানে ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন, ভাবনা ও আগ্রহ উজ্জ্বলভাবে ফুটে ওঠে।

গ. ক্যারিয়ার মেলা পরিকল্পনা :

ক্যারিয়ার মেলা ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। এখানে তারা বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানতে পারে। এখানে ক্যারিয়ার নির্দেশিকা, পছন্দের ক্যারিয়ার সম্পর্কে তথ্য ও নতুন নতুন ক্যারিয়ারের ধারণা দেওয়া হয়। মেলাটি সফল করতে সঠিক পরিকল্পনা দরকার।

প্রথম ধাপ :

প্রথমে, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। তারপর পরিকল্পনা করে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে।

কে কে অংশ নেবে?

- মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটি
- মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা
- ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক
- প্রতিবেশী মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা
- মাদ্রাসার সকল ছাত্রছাত্রী

মেলার আয়োজন :

১. **সাজসজ্জা :** মাদ্রাসার ক্যারিয়ার থিম অনুযায়ী সাজানো উচিত।

২. **বিশেষ অতিথি :** বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানান। যেমন :

- ডাক্তার, নার্স
- অটোমোটিভ/বাইক শোরুমের ম্যানেজার
- সফল ব্যবসায়ী
- শিক্ষক-শিক্ষিকা
- কলেজ, আইটিআই বা পলিটেকনিক অধ্যক্ষ
- উৎকর্ষ বাংলা ও NSQF প্রতিনিধি
- স্থানীয় কোনো বিশেষজ্ঞ

অতিথিদের মঞ্চে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলতে ও প্রশ্নের উত্তর দিতে বলুন।

৩. ক্যারিয়ার কর্নার :

- বিভিন্ন ক্যারিয়ার সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক কোলাজ, পোস্টার ও তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে।
- ছাত্রছাত্রীরা তথ্য দেওয়ার জন্য সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করবে।
- ক্যারিয়ার থিমভিত্তিক নাটক আয়োজন করা হবে।

৪. প্রতিযোগিতা ও কার্যক্রম :

- ক্যারিয়ার সম্পর্কিত কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা করুন।
- স্থানীয় ব্যাংককে আমন্ত্রণ জানিয়ে শিক্ষাঋণ ও বৃত্তি-সংক্রান্ত তথ্যের সম্পর্কে আলোচনার ব্যবস্থা করুন।
- কোম্পানি/সংগঠন থেকে কোনো কর্মকর্তাকে এনে ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলার সুযোগ দিন।

৫. স্থানীয় কারিগর ও শিল্পীদের প্রদর্শনী :

- শিল্পীরা তাদের কাজ, চ্যালেঞ্জ ও অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ভাগ করবেন।
- এভাবে পরিকল্পনা করলে ক্যারিয়ার মেলা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক বেশি উপকারী হবে।

সঠিক পরিকল্পনা, সবার অংশগ্রহণ এবং আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি ক্যারিয়ার মেলা ছাত্রছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত শিক্ষণীয় ও প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা হতে পারে। এটি শুধু ক্যারিয়ার নিয়ে জানার সুযোগ নয়, বরং ভবিষ্যতের স্বপ্ন গঠনের একটি মঞ্চও।

ঘ. শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের বৈঠক

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সচেতন ও যুক্ত করা গেলে, ক্যারিয়ার নির্দেশিকা কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ হবে। এই কারণেই অভিভাবকদের সঙ্গে একান্ত বৈঠক, আলোচনা এবং অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

কী কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে?

১। অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি :

- অভিভাবকদের বোঝান ক্যারিয়ার নির্দেশিকা কী এবং এটি কীভাবে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে সংযুক্ত হয়েছে।
- তাদের সন্তানদের জন্য এর উপকারিতা; যেমন আত্মবিশ্বাস, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দিক নির্ধারণ, এগুলোর গুরুত্ব তুলে ধরুন।
- অভিভাবকদের অনুরোধ করুন তাঁরা যেন এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

২। ক্যারিয়ার হাব ঘুরে দেখা :

- অভিভাবকদের ক্যারিয়ার হাবে নিয়ে যাওয়া।
- ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে বিভিন্ন তথ্য ব্যবহার করে ক্যারিয়ার সম্পর্কে জানছে তা তাঁরা দেখবেন।

৩। ক্যারিয়ার প্রদর্শনী :

- ছাত্রছাত্রীরা পোস্টার, চার্ট, থ্রিডি প্রজেক্ট, নাটক ও নানান গেমের মাধ্যমে নানান কর্মক্ষেত্রের তথ্য উপস্থাপন করবে।
- অভিভাবকরা বাস্তব চিত্র ও প্রয়োগ দেখে ক্যারিয়ারের বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবেন।

৪। ইন্টার‍্যাকটিভ আলোচনা সেশন :

- ক্যারিয়ার গাইড (নোডাল শিক্ষক/শিক্ষিকা) অভিভাবকদের সাথে সরাসরি আলোচনা করবেন।
- সন্তানের আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী কোন্ কোন্ ক্যারিয়ার উপযুক্ত হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করবেন।
- সরকারি প্রকল্প যেমন, কন্যাশ্রী, স্কলারশিপ/লোন, বিনামূল্যে মেয়েদের শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কেও তথ্য শেয়ার করবেন।

৫। ক্যারিয়ার ক্লাব কার্যক্রম :

- ক্লাবের সময়সূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অভিভাবকদের জানানো হবে।
- অভিভাবকদের অনুরোধ করা হবে, তাঁরা যেন নির্ধারিত দিনে সন্তানের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন।

৬। পরামর্শ সেশন ও আলোচনা :

- অভিভাবকদের আহ্বান জানানো হবে তাঁরা যেন সন্তানের সাথে সময় কাটিয়ে তার RIASEC ফলাফল এবং পছন্দের ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলেন।
- যদি কোনো দ্বিধা বা উদ্‌বেগ থাকে, তা আলোচনা করে সমাধানের চেষ্টা করা হবে।
- শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্র – সবার সহযোগিতায় একটি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

সারসংক্ষেপ :

আমরা সবাই চাই ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি উজ্জ্বল, বাস্তবভিত্তিক ভবিষ্যৎ। সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিভাবকদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। একটি সহানুভূতিশীল, অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি করে আমরা সবাই মিলে গড়ে তুলতে পারি একটি সার্থক ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম।

অধ্যায় ৮

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

১ : ছাত্রছাত্রীর পারিবারিক পটভূমি

বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা : ....

বাবা কী করেন ? : ....

মায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা : ....

মা কী করেন ? : ....

অভিভাবকের মোবাইল নম্বর : ....

ভাইবোনের সংখ্যা : ....

ভায়েরা কী করে : ....

বোনেরা কী করে : ....

আনুমানিক পারিবারিক আয় : ....

২. আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

শিক্ষক-শিক্ষিকা নিম্নলিখিত কাজগুলি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে করাবেন।

অংশ ১ : RIASEC ফলাফলের ভিত্তিতে তুমি কোন্ ক্যারিয়ার বেছে নিতে চাও ?

- ক্যারিয়ার গ্রুপ ১ :
- ক্যারিয়ার গ্রুপ ২ :
- ক্যারিয়ার গ্রুপ ৩ :

অংশ ২ : RIASEC ফলাফলের উপর ভিত্তি করে তুমি কোন্ ক্যারিয়ার গড়তে চাও ?

ক্যারিয়ারের বিকল্প ১ :

ক্যারিয়ারের বিকল্প ২ :

ক্যারিয়ারের বিকল্প ৩ :

তোমার বাবা-মা তোমার জন্য কোন্ ক্যারিয়ার চান ?

তোমার পছন্দের ক্যারিয়ারের বিবরণ :

ক্যারিয়ার ১ :

ক্যারিয়ার ২ :

ক্যারিয়ার ৩ :

অংশ ৪ : **RIASEC ফলাফলের ভিত্তিতে তুমি কোন্ ক্যারিয়ার বেছে নিতে চাও ?**

আমার ক্যারিয়ার বিকল্পগুলিকে মাথায় রেখে আমি একাদশ শ্রেণিতে যে বিষয়গুলি বেছে নেব তা হল :

আমি এই বিষয়গুলি বেছে নিয়েছি, কারণ :

যে বৃত্তিগুলির জন্য আমি আবেদন করতে পারি তার তালিকা :

আমার ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

কলেজে ভর্তির জন্য আমাকে যে পরীক্ষাগুলির প্রস্তুতি নিতে হবে :

এমন কিছু দক্ষতার তালিকা যার ওপর ভিত্তি করে আমি কাজ করতে চাই :

৩. নিজের পরিচয় দেওয়া

উদ্দেশ্য : নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলা

১. এসো দেখি কীভাবে কাউকে নিজের পরিচয় দিতে হয়। তুমি হয়তো ভাবছ এতে এত গুরুত্বপূর্ণ কী আছে, তবে এটি শুধু নিজের নাম বলার মতো সহজ নয়। আপনি কী বলবেন তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তুমি নিম্নলিখিত উপায়ে নিজের পরিচয় দিতে পারো।

নমস্কার, আমার নাম...

আমি (শহর/গ্রামের নাম) এ থাকি।

আমার পরিবারে (কে কে) আছেন। ....

আমার বয়স.. (বছর)।

আমি... (মাদ্রাসার নাম) এর ছাত্রী/ছাত্র।

আমি.................. (শ্রেণি) তে পড়ি। আমার প্রিয় বিষয় হল.........................।

আমার শখ হল.................................... ।

আমি অবসর সময়ে... উপভোগ করি।

আমি বড়ো হয়ে... হতে চাই।

বিষয়	শখ	খেলা
• হিন্দি • ইংরেজি • সমাজ বিজ্ঞান • গণিত • পদার্থ বিজ্ঞান • রসায়ন বিজ্ঞান • জীব বিজ্ঞান	• বই/সংবাদপত্র পড়া • ফুটবল/ক্রিকেট/ব্যাডমিন্টন খেলা • কম্পিউটার ব্যবহার করা • টিকিট/মুদ্রা সংগ্রহ করা • গান শোনা	• ফুটবল • ক্রিকেট • ক্যারাম • ব্যাডমিন্টন • টেবিল টেনিস

২. নিজের পরিচয় দেওয়ার সময় আত্মবিশ্বাসী থাকবে। তুমি যার সাথে কথা বলছ, তার সাথে সঠিক দৃষ্টি বিনিময় করার চেষ্টা করবে।

৩. সামনের জনের কথা শুনবে। আত্মবিশ্বাসের সাথে উত্তর দেবে।

৪. আমরা সবাই নিজের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করি।

৪. বায়োডাটা লেখা

উদ্দেশ্য : ছাত্রছাত্রীদের বায়োডাটা তৈরি করা শেখানো।

১. একজন নিয়োগকর্তা তোমাকে কীভাবে ইন্টার্নশিপের জন্য নিয়োগ করবেন? ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশিত উত্তর নিম্নলিখিত হতে পারে:

- যেখানে আমরা ইন্টার্নশিপ করতে আগ্রহী, সেখানে গিয়ে সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে পারি।
- চাইলে আমরা একটি ভদ্র ও সংক্ষিপ্ত ইমেইলও পাঠাতে পারি।
- অথবা, তাদের অফিসে ফোন করে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারি।

- তবে যে-কোনো যোগাযোগের সময় আমাদের নিজেদের সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করা দরকার।
- এই সমস্ত দরকারি তথ্য কীভাবে সুন্দরভাবে একসাথে তুলে ধরা যায়, জানো?

বায়োডাটা কী?

বায়োডাটা (বা রিজ্যুমে) হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যেখানে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও আগ্রহের সারাংশ থাকে।

প্রয়োজনে আপনি সেখানে দু'জন রেফারেন্স বা সুপারিশকারী ব্যক্তির নামও উল্লেখ করতে পারেন।

এটি একটি লিখিত নথি, যার মাধ্যমে যিনি এটি পড়বেন তিনি তোমার সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা পাবেন।

- যে প্রতিষ্ঠানে তুমি ইন্টার্নশিপ খুঁজছ।
- যে প্রতিষ্ঠানে তুমি আংশিক সময়ের চাকরি খুঁজছ (যদি তোমার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হয়)।
- যদি তুমি কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে থাকো।

চলুন জেনে নিই; বায়োডাটায় কী কী তথ্য লেখা হয়!

ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, একজন নিয়োগকর্তা তোমাকে কীভাবে ইন্টার্নশিপের জন্য নিয়োগ করবেন? ছাত্রছাত্রীদের প্রত্যাশিত উত্তর নিম্নলিখিত হতে পারে :

- আমরা যেখানে ইন্টার্নশিপ করতে চাই, সেখানে গিয়ে ম্যানেজারের সাথে দেখা করতে পারি।
- আমরা একটি ইমেল পাঠাতে পারি।
- আমরা তাদের কল করতে পারি।

আমাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তাদের সাথে শেয়ার করতে হবে। আপনি কি জানেন এই সমস্ত বিস্তারিত তথ্য কীভাবে একসাথে শেয়ার করা যায়?

ছাত্রছাত্রীদের জিজ্ঞেস করুন, "তোমরা কার সাথে বায়োডাটা শেয়ার করতে পারো?"

- যে প্রতিষ্ঠানে তারা ইন্টার্নশিপ খুঁজছে।
- যে প্রতিষ্ঠানে তারা পার্ট টাইম চাকরি খুঁজছে (যদি তোমার বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর হয়)।
- যদি তারা কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, সেখানে।

বায়োডাটা তৈরির জন্য একটি পরিকল্পনা

আমরা প্রথমে বায়োডাটা তৈরির জন্য একটি পরিকল্পনা করব। নীচে একটি তালিকা দেওয়া হল — এটি ব্যবহার করে আপনি নিজের বায়োডাটা তৈরি করতে পারেন। ছাত্রছাত্রীরা চাইলে এটি বাংলা, হিন্দি বা ইংরেজি যে ভাষায় স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, সেই ভাষায় লিখতে পারে।

১. ব্যক্তিগত তথ্য

নাম :

পিতা/মাতা বা অভিভাবকের নাম :

জন্ম তারিখ :

লিঙ্গ :

ঠিকানা :

মোবাইল নম্বর :

ইমেল আইডি :

২. শিক্ষাগত যোগ্যতা

কোন্ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে, কবে পাশ করেছে ইত্যাদি।

৩. সহ-পাঠ্যক্রমিক অভিজ্ঞতা

যেমন — খেলাধুলা, সংগীত, বিতর্ক, নাটক ইত্যাদি।

৪. পুরস্কার/সম্মান

তুমি যে পুরস্কার বা সনদ পেয়েছ সেগুলি।

৫. ভাষাজ্ঞান

তুমি কোন্ কোন্ ভাষায় পড়তে, লিখতে, বা বলতে পারে।

৬. আগ্রহ, দক্ষতা ও শখ

যেমন; চিত্রাঙ্কন, নেতৃত্ব দেওয়া, গ্রাফিক ডিজাইন, সময়নিষ্ঠতা ইত্যাদি।

৭. ইন্টার্নশিপের অভিজ্ঞতা

তুমি কোথাও কাজ শিখেছ কি?

৮. রেফারেন্স

এমন দুজন যাদের মাধ্যমে তুমি পরিচিত হতে পারো (চাইলে উল্লেখ করতে পারো)।

৯. স্বাক্ষর ও তারিখ

২. উদাহরণ হিসেবে একজন ছাত্রীর বায়োডাটা :

নাম : মুসকান

পিতা/অভিভাবকের নাম : মিঃ আমান

জন্ম তারিখ : ৫ মে, ২০০৬

লিঙ্গ : মহিলা

ঠিকানা : ফ্ল্যাট ১, লেন ১, ঝিলমিল হাউস, টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০০৩৩

মোবাইল নম্বর : ৯৯৯৯৯৯৯৯৯৯

ইমেল আইডি : muskan5506@gmail.com

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ২০২২ — একাদশ শ্রেণি (বাণিজ্য), ২০২১ — দশম শ্রেণি (পাশ)

সহ-পাঠ্যক্রমিক অভিজ্ঞতা : ফুটবল দলের সদস্য, অ্যাথলেটিক্সে অংশগ্রহণ

পুরস্কার : ২০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয়, অঙ্কনে প্রথম

ভাষা : হিন্দি (পড়তে, লিখতে ও বলতে পারি), ইংরেজি (পড়তে ও লিখতে পারি)

দক্ষতা ও শখ : দলে কাজ করা, সময় মেনে চলা, ডিজাইন করা

ইন্টার্নশিপ : নেই

রেফারেন্স : অনুরোধে দেওয়া যাবে

স্বাক্ষর :

....

তারিখ : ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩

৩. বায়োডাটা সময় অনুযায়ী আপডেট (update) করা দরকার।

৫. নিজের ক্যারিয়ার যাত্রার বন্ধু, জার্নাল/ডায়েরি লেখা

প্রক্রিয়া :

শিক্ষক/শিক্ষিকা ক্লাসে অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞেস করবেন; "তোমরা কি কখনও ডায়েরি বা নোটবুক ব্যবহার করেছ? কেন করো?" এর মাধ্যমে জানা যাবে কে, কীভাবে নিজের ভাবনা বা অভিজ্ঞতা লিখে রাখে।

জার্নাল লেখার গুরুত্ব বোঝানো :

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন, "তোমাদের সঙ্গে আমরা ক্যারিয়ার সংক্রান্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শেয়ার করব। এসব তথ্য স্মরণে রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হল; নিজের একটা জার্নাল বা ডায়েরি রাখা। প্রতিদিন যেসব তথ্য বা ঘটনা তোমার মনে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তা তারিখ অনুযায়ী লিখে রাখো। পৃষ্ঠার শুরুতে একটা শিরোনাম দাও; তাতে পরে খুঁজে পেতে সুবিধা হবে। ছবি বা রঙ দিয়ে তোমার ডায়েরিকে আরও সুন্দর ও প্রাণবন্ত করো।"

ব্যাবহারিক কাজ :

যখন মাদ্রাসায় ক্যারিয়ার মেলা হবে, তখন সেই প্রোগ্রামের পরিকল্পনা, নিজের দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা, শেখা বিষয়; সব কিছু নিজের খাতায় লিখে রাখো। শেষে ছবি এঁকে একটা ছোটো রিপোর্ট তৈরি করো।

জার্নালে যা যা থাকতে পারে :

- তোমার পছন্দের ক্যারিয়ারগুলোর তালিকা ও তথ্য।
- আশেপাশের দোকান, ওয়ার্কশপ বা ব্যাবসা নিয়ে নোট রাখো; যেখানে তুমি ইন্টার্নশিপ করতে আগ্রহী।
- কোনো মেন্টর বা বড়োদের কাছ থেকে শেখা গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি লিখে রাখো।
- এমন সব ইতিবাচক ঘটনা নোট করো; যেমন কোনো প্রতিযোগিতায় জয়, শিক্ষকের প্রশংসা ইত্যাদি।
- নতুন শেখা শব্দ বা তথ্যের তালিকা তৈরি করো।
- ধাপে ধাপে নিজের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা লিখে রাখো;
    - কোন্ বিষয় পড়তে চাও,
    - কোন্ কলেজে যেতে চাও,
    - কীভাবে বৃত্তির খোঁজ পেতে পারো, ইত্যাদি।

প্রতিফলন এবং শেয়ার করা :

শিক্ষক/শিক্ষিকা ছাত্রছাত্রীদের বলবেন - তোমার ডায়েরি যেন হয়ে ওঠে তোমার ক্যারিয়ার সচেতনতার নথি। নিয়মিত ফেরত গিয়ে দেখো, আপডেট করো। তোমার স্বপ্নের ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলো বন্ধুদের, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের, বড়ো ভাইবোনদের সঙ্গে।

প্রয়োজনে পরামর্শদাতার সঙ্গে ডায়েরির তথ্য শেয়ার করো।

বিশেষজ্ঞদের সাক্ষাৎকার নাও, কথা বলো, আর সেই অভিজ্ঞতা লিখে রাখো।